রজিষ্টার নং৭৭ Rigistered 77. রজিষ্টার নং৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৵, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা প্রতি খণ্ড ।৴ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৴৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ—১৮ই কার্ত্তিক —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ২রা নবেম্বর ১৮৭৬ সাল } ৩৮ সংখ্যা

—ঃ০ঃ—

বিজ্ঞাপন।

অমৃত রস।

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি অশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্বস্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসাধ্য রোগও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ হৃদকম্প, অম্ল-পিত্ত ও অম্ল-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দোষে মুত্রকৃচ্ছ্র বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গৃহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সুতিকা, প্রদর, মুর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয় মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নুতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মুল্য ৫৷৹ টাকা। যাহা ১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা।
বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নূতন হাপানি কাশী, জ্বর, যক্ষ্মা, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপকারিতা দৃষ্ট করা গিয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত, পা, কামড়ানি, ইত্যাদি নানা পীড়ায়ভ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহি, অর্শ অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

আপনার অমৃত রস নামক মহৌষধীর মহৎ গুণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পরীক্ষায় সুন্দর রূপে হৃদ প্রত্যয় হইয়াছে।

শ্রীঅশুতোষ রায়।
মোং কুড়লগাছি, জেলা, নদীয়া।

আপনার প্রেরিত অমৃত রস সেবন করিয়া নানা প্রকার রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, ইহার নিমিত্ত আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে শত২ ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীমতিলাল হালদার।
মোং দারজিলিং।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারিরিক দৌর্ব্বল্যতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আরাম হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
মোং মাথাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস এই গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং হরিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ব অমৃত র[illegible] মহৌষধীর গুণ ভূবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগী[illegible] আশ্চর্য্য আরোগ লাভ করিতে দেখিয়া অসী[illegible] আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশ[illegible] কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়[illegible] কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনা[illegible] অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীচৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।
মোং ডাশবিহা, জেলা, বালেশ্বর

মহাশয়ের ঔষধ আনাইয়া বহুতর ব্যক্তিকে সেবন করানতে প্রায় সকলেরই উপকার হইয়াছে অতএব কাহাকেও পুরাতন রোগাক্রান্ত দেখিলে আপনার মহৌষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে উপদেশ দিতেছি।

শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
মোং বহূড়ু, মজীলপুর পোঃ আঃ।

আপনার পেরিত পত্র দ্বারায় দিনহরি নন্দী[illegible] বিষয় সমুদয় অবগত হইলাম। তিনি নিঃসন্দেহ[illegible] জুয়াচুরি করিয়াছেন, কারণ আমি তাঁহার নিকট হইতে ২৫ শিশি অমৃত রস গ্রহণ করি তন্মধ্যে ২০টী ঔষধ দ্বারায় সকলেরি উপকার হইয়াছে। শেষ কালে যে ৫টি শিশি লইয়া ছিলাম, এবং যাহাতে বাঙ্গালা টিকীট দেওয়া ছিল, তাহা সেবনে কোন উপকার হয় নাই। অতএব এপ্রদেশে নীচ জাতীয় কোন ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য ঔষধ প্রদানে কোন আবশ্যক নাই। তবে যদি শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ঔষধ আনয়ন করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব।

শ্রীঅপুর্ব্বকৃষ্ণ সেন কবিরাজ
মোং জয়নগর, মজীলপুর।

ইতিপুর্ব্বে শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারায় যে কয়েকটী ঔষধী আনয়ন হইয়াছিল তাহার কোনটীই বিফল হয় নাই, যাক২হো সেবন করান হইয়াছিল তাঁহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামচাঁদ বিশ্বাস।
মোং ধাউডীহ, জেলা সাহাবাদ।

অপরাধীর যেরূপ সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয়, উপকারীর প্রতি পুরস্কার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দেখিলাম অনেকেই মহাশয়ের ঔষধীর আশ্চর্য্য গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব আমি যে কিছুকাল ব্যবহার করিয়া ইহার অসামান্য গুণের পারিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য কেনই বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিব, কেনই বা এই অলোক সামান্য প্রাণদায়িনী ঔষধীর গুণ গরি[illegible] বর্ণনে অগ্রসর না হইব। আমার এক প্রিয়বন্ধুর [illegible] কাল হইতে শীরপীড়া ছিল। কোন প্রকার চিকি[illegible] তাহা আরোগ্য হয় নাই। ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র[illegible] হিম সাগর তৈল ব্যবহার করান হইয়া[illegible] তাহাতে উপশম হয় নাই, অবশেষে [illegible] হইয়া মহাশয়ের সন্যাসী দত্ব ঔষধ [illegible] তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাজে[illegible]
মোং রায়না ক্রবের [illegible]

আপনার অমৃত রস নামক ঔষধ সেবনে অনেক ব্যক্তি অতিশয় উৎকট রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া উক্ত ঔষধীর উপর আমার একান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

শ্রীকালীধন চক্রবর্ত্তী

মোং কলিকাতা ওলড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

আপনার অনুমতিতে শ্রীমতী মামীঠাকুরানীকে স্নান ও আহারাদী ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় এক্ষণে নন্দ্রাভাব দূর হইয়াছে আপনার ঔষধী সেবন বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় আছেন

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি

মোং ঢাকা।

ইত্যগ্রে যে ঔষধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মাবলির নিয়মানুসারে সেবন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।

মোং চুটামন।

আপনার অমৃত রস এ প্রদেশে অত্যাদরে গৃহীত হইতেছে। এক্ষণে বহুতর বিক্রয় হইবে। যিনি২ সেবন করিয়াছেন, তাঁহাদের রোগের শান্তি হইয়াছে।

শ্রীমধু সুদন শর্ম্মা।

মোং জিয়াগঞ্জ, জেলা, মুরশিদাবাদ।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।

মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ। অত্র কাঁথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।

মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

সচ্চিশ্রী গোর দাস।৮

মোং রত্নপু: জেলা মুরসিদাবাদ।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, াগ মাত্র আছে।

কুমন্ন।বন্দ চন্দ্র সেট।

মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।

৺কাশীধাম।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধীর গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গুণে অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঞ্চিত গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের ার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।

ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁসডিহা।

ত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল, মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।

তনপুযারী জেলা, জলপাইগুড়ি।

জগত বিখ্যাত মহৌষধী আমারা একটী রোগীর জন্য এক বার আনাইয়া ছিলাম তাহাতে তাহার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

নেটিভ ডাক্তার—দিনাজপুর।

অত্যাশ্চর্য্য উলাউঠার অমূল্য বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫।৬ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শত করা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘন্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যায়

নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটীকা কোন কোন টীকে ১টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মুল্যে দেওয়া গিয়াছে।

শ্রীমহিউদ্দিন।

ইনচার্জ্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়া ছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোগীকে দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহদেব জমিদার।

মোং কুচিয়াকোল, জেলা বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত উলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া হইয়াছে।

জোনুকল হোসেন, দেওয়ান।

মোং ভালিবপুর, ষ্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার

য়নারারী মাজিষ্টেট মোং দেহুড়দা,

জেলা বালেশ্বর।

কেদার ঘাটি নিবাসী কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রীর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় ওলাউঠা হয়, রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়। পরে মহাশয়ের এক বটিকা সেবন করান হয় কিঞ্চিৎ পরেই ভেদ, বমি, স্থগিত হয়, এবং ১০ টার সময় দ্বিতীয় বটিকা দেওয়া হয় সেই সময় হইতেই সকল উপদ্রব নিবারণ হয়, ১২ টার সময় প্রস্রাব হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে।

শ্রীপ্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়

সাং গোকড়েশ্বর, কাশীধাম

আমি আপনার ওলাউঠার বটিকা বামাকালীকে ১১টা রাত্রির সময় সেবন করাই অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক মহাশয়কে জ্ঞাত করিতেছি যে একটা বটিকা সেবন করাইয়া সকল উপদ্রব শান্তি হয়, প্রাতঃকালে উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপধ্যায়।

মোং মিসরপুখরা কাশি

আমার এরূপ ভয়ঙ্কর ওলাউঠা হইয়াছিল যে এক বার ভেদ হওয়াতেই মুর্চ্ছা যাই, মহাশয়ের বটিকা আমার নিকট থাকায় ত নের করিয়া, আমি অতি অল্প কালের মধ্যেই আরোগ্য হই, পঁ অন্যান্য ৫ জন কঠিন রোগীকেও এই ঔষধিতে আরোগ্য করিয়াছি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল

সাং মদনপুরা, কাশীধাম।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were administered

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town. It was however administered in two two cases with successful result.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

The few cholera pills that you kindly gave me when I went to Gya in the cholera season, have wonderfully saved the lives of 13 persons from that fatal disease.

Ram Chunder Pundit
Sanscrit College, Baneres.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopped his purging, vommitting, spasm and perspiration, and caused a discharge of urine but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.

Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directied to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you as soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

I have much pleasure to say that I have been able to cure 80 cholera cases out of 86, by Babu Hem Chunder Banerjea's cholera pills in 1875. I have been examined by the Civil Surgeon of Baneres on this subject, who has retained the papers, in which the result of my treatment is recorded.

Signed Gopee Nath Sorkul
Benares

SECTION 233 OF THE CALCUTTA MUNICIPAL CONSOLIDATION ACT IV B. C. OF 1876.

No person shall, without the permission of the Commissioners in writing, construct or keep any latrine, urinal, cesspool, house drain, or other receptacle for filth, sewage, house drainge, or other offensive matter, within fifty feet of any public tank, or a tank which the inhabitants of any locality are entitled to use. Any person upon whose land any latrine, urinal, cosspool, house-drain. or other receptacle so situated shall be now existing or hereafter constructed, shall remove the same within forty-eight hours of the receipt of a written notice from the Comissioners.

Published for general information.

Robert Turnbull
Secceretary to the Corporation
of the Town of Calcutta.

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩ সাল ১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষবাসীর ধ্বংশের উপক্রম।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে নাগরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক জন কর্ম্মচারী আছেন। সম্প্রতি ডাক্তার পেইনের হস্তে এই গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে। ডাক্তার পেইন অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন নগরে যত সন্তান প্রসব হয় ১২ মাসের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেকের অধিক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। এটী ভয়ানক সম্বাদ। ইহা শুনিয়া অনেকের মনে সম্ভবতঃ অনেক রূপ ভাবের উদয় হইয়াছে। যাহারা ভারতবর্ষের পরাধীন অবস্থার নিমিত্ত মনে অহরহঃ কষ্ট পান তাহারা হয় ত মনে ২ ভাবিতে পারেন যে আমরা পরাধীন দাস এবং, এ দাসের বংশ পৃথিবী হইতে যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয় ততই শ্রেয়স্কর, যাঁহারা দেশের ধন শূন্যতার নিমিত্ত অহরহঃ মনে কষ্ট পান তাহারা বলিতে পারেন এখন এদেশে যত লোক আছে তাহারাই অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইলে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সন্তান জীবিত থাকিয়া দারিদ্রভার দুর্দ্দশায় পতিত হওয়া অপেক্ষা শৈশব অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হওয়া শত গুণে আনন্দের বিষয়। যাহারা অভিমানী তাহারা এই রূপ চিন্তা করিতে পারেন যে জীবিত থাকিয়া ইংরাজদিগের পদাঘাত ও পদ সেবা করা অপেক্ষা শৈশবাবস্থায় মৃত্যু শত গুণে মঙ্গল দায়ক আবার যাহারা ষ্টিফিন সাহেবের পেনালকোড এবং ক্যাম্বেল সাহেবের জেলের কঠোরতা চিন্তা করিয়া অস্থির হইয়াছেন তাহারা এরূপ মৃত্যু দেখিয়া মনে আনন্দ অনুভব করেন, কিন্তু যাহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে হতাশ হইয়াছেন, যাহারা অতিশয় তেজী ও অভিমানী তাহারা বটে ঐ রূপ চিন্তা করিতে পারেন। যাহারা দেশের প্রকৃত হিতাকাংক্ষী তাহারা এই রূপ মৃত্যুর সংখ্যা দর্শন করিয়া আনন্দ উল্লাস করিতে পারেন না প্রত্যুত তাহারা আতঙ্কে অবসন্ন হন।

এ দেশের লোকে বলে যে যিনি নির্ব্বংশ হইবেন তাহার পৌত্রের সর্ব্বাগ্রে মৃত্যু হয়। এটী সত্য হইলে যে জাতির নিপাত হইবে সে জাতির সন্তান সন্ততিরা শৈশবাস্থায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়াই কর্ত্তব্য। আবার এ দেশবাসীরা ক্রমে জরাজীর্ণ হইয়া অল্পায়ু হইতেছেন এবং জনাকীর্ণ স্থান সমুদয় দিন দিন জন শূন্য হইতেছে। এটিও হিন্দু জাতির নিপাতের লক্ষণ। ফলে যদি ১২ মাসের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক শিশুর মৃত্যু হয় এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহারা জরাজীর্ণ হইয়া কোন রূপে ৩০। ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া তাহাদের মৃত্যু হয় এরূপ দুর্দ্দশা যে জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের ধ্বংশের আর তত বিলম্ব নাই। ডাক্তার পেইনের মতে এই রূপ অধিক সংখ্যক শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ এ দেশের সূতিকাগার। যেরূপ জঘন্য স্থানে নব প্রসূতীরা অবস্থিতি করে, প্রসব কালে সূতিকা গৃহ যেরূপ জনাকীর্ণ ও ধুম পরিপূর্ণ থাকে তাহাতে শিশুদিগের কোমল জীবনে তাহা সহ্য করিতে পারে না। ডাক্তার পেইন মৃত্যুর যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইতে পারে কিন্তু এ দেশের সূতিকা গৃহের অবস্থা চিরকালই এই রূপ ছিল বরং এখন ইহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় পূর্ব্বে এ দেশে মৃত্যুর সংখ্যা এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে শৈশবাবস্থায়ও এরূপ মৃত্যু হইত না এবং যাহারা জীবিত থাকিত তাহারা এরূপ জরাজীর্ণ হইয়া নরক ভোগ করিত না। ডাক্তার পেইন কলিকাতা অনুসন্ধান করিয়া মৃত্যুর সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন সুতরাং এ দেশের অন্যত্র মৃত্যুর সংখ্যা পরিমাণ কি তাহা ইহা দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। হয় ত কলিকাতায় যেরূপ অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা দেখা গিয়াছে অপর স্থানের মৃত্যুর সংখ্যা তত অধিক নহে আবার শিশুদিগের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা এখনই বৃদ্ধি হয় নাই এ দেশে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিতেছে। এ দেশের সুতিকা গৃহের যত দিন দুর্দ্দশা তত দিন এই রূপ অর্দ্ধেকের অধিক শিশুর এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যু হইতেছে। ডাক্তার পেইন যেরূপ কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন যত দিন এদেশের সর্ব্বত্র এই রূপ মৃত্যু সংখ্যা না লওয়া হয় এবং ইতিপূর্ব্বে এদেশে শিশু সন্তানদিগের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা কি ছিল তাহার নির্ণয় না হয় তত দিন অবশ্য এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করা অসম্ভব কিন্তু আমার কয়েকটী ঘটনা জানি। এ কয়েকটী ঘটনার প্রতি কাহার সন্দেহ করার সাধ্য নাই। আমাদের অপেক্ষা আমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে সবল ও সুস্থ ছিলেন, তাহারা যে দীর্ঘজীবি ছিলেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না আবার তখন প্রায় প্রতি পরিবারে ৫।৭।৯ ভ্রাতা সবল, সুস্থকায়ে এবং সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেন তাহা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন। তখন প্রায় সকলেরই ৫।৭ পুত্র শুদ্ধ উৎপন্ন হইত না কিন্তু সবল শরীরে জীবিত থাকিত। ইহা শুদ্ধ নগরে কি উপনগরে দেখা যাইত না এদেশের সর্ব্বত্র প্রায় এই রূপ দেখা যাইত অথচ এখন আমরা যে সূতিকা গৃহে লালিত পালিত হইয়াছিলাম আমাদের শিশু সন্তানেরা যে সূতিকা গৃহে প্রতিপালিত হইয়া অর্দ্ধেকের অধিক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় আমাদের পিতা পিতামহ সকলে সেই রূপ গৃহে অপিচ তাহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট স্থানে প্রতিপালিত হইতেন।

ডাক্তার পেইন মৃত্যুর যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহা আমরা বলি না। সূতিকাগারের দুরবস্থার নিমিত্ত যে এদেশের অনেক সন্তানের মৃত্যু হয় তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই তবে ইহাও সত্য যে পূর্ব্বে যেরূপ সবল ও সুস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত এখন আর সেরূপ সন্তান উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বের সন্তানেরা ধূম পান করিয়া শিক্ত মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া জনাকীর্ণ অবরুদ্ধ ক্ষুদ্র গৃহে নিদ্রা গিয়া জীবিত থাকিত। গৃহে দূষিত ও বিষাক্ত বায়ুতে তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিতে পারিত না অথবা শরীর ব্যাধিগ্রস্ত করিতে পারিত না। এখনকার সন্তানেরা এরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় যে অতি অল্প অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না। সূতিকা গৃহের দুরবস্থায় শিশুদিগের মৃত্যুর সহায়তা করিতে পারে কিন্তু এটী মৃত্যুর কারণ নহে। তবে মৃত্যুর কারণ কি? এদেশের লোকে যে ক্রমে জরাজীর্ণ এবং অল্পায়ু হইতেছে তাহা সকলে স্বীকার করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে ইহার ভিন্ন২ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন বাবু দিগম্বরের মতে জলনিঃশরণের ব্যাঘাত ইহার প্রধান কারণ। আবার কাহার মতে দেশের দারিদ্রতা আমাদিগকে দিন দিন জরাজীর্ণ ও অল্পায়ু করিতেছে। কেহ বলেন যে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া রক্তপাত না হয় সে দেশের লোকের এই রূপ দুর্দ্দশা হইয়া থাকে আবার কাহার ও কাহার মতে কঠোর শাসনে এবং ইংরাজদিগের প্রখর প্রভাবে আমরা ক্রমে দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইতেছি। ইংরাজেরা এই রূপ কঠোর শাসন ও প্রভাব বলে যে রাজ্যে গমন করিয়াছেন প্রায়ই সেই রাজ্যের এই রূপ দুর্দ্দশা করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় যে জলনিঃশরণের পথরোধ হওয়ায় আমরা অনেক পরিমাণে রুগ্ন হইয়াছি তাহার কোন ভুলনাই কিন্তু শুদ্ধ বাঙ্গালা নহে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রেরই এইরূপ দুর্দ্দশা ভদ্র লোক অন্নাভাবে যে জরাজীর্ণ হইয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু এদেশের বিশেষতঃ বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত সচ্ছলাবস্থাপন্ন নিম্ন শ্রেণীর লোকে কেন পূর্ব্বাপেক্ষা জরাজীর্ণ ও অল্পায়ু হইতেছে? এদেশের লোকে যে অপর অপর জাতির ন্যায় যুদ্ধে ধ্বংশ হয় না সেটি সত্য; আবার হিমালয় শিখর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এবং এদেশের সকল শ্রেণীর লোকে যে প্রায় সমান ভাবে ইংরাজদিগের কঠোর প্রবাহ সহ্য করেন তাহাও সত্য। বোধ হয় ত যত দিন আমরা এই দুইটী বাধা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিব তত দিন আমরা দিন দিন নিপাতের সম্মুখ গমন করিব। এদেশীয়দিগের যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করা না করা গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে না এবং কোন যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে পারে না কিন্তু ইংরাজদিগের প্রভাব যে আমরা ইচ্ছা করিলে ধ্বংশ করিতে পারি তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই প্রভাব ধ্বংশ করা তত গুরুতর কার্য্য নহে; কেবল ইংরাজদিগকে আমাদের ন্যায় মানুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মান, মনে সাহস করিলে অনায়াসে আমাদের এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রাণ দণ্ড।

ঈশ্বর করুণাময়। অথচ তাঁহার রাজ্যে এ রূপ অনেক কার্য্য পরিদর্শন করা যায় যাহা তাঁহার করুণার সঙ্গে সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব। তাহার প্রকৃতির সঙ্গে এই সমুদয় ঘটনার বিপরীত ভাব মনুষ্যরা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খৃষ্টানেরা সাটান মুসলমানেরা শয়তান, হিন্দুরা শনি প্রভৃতি ঈশ্বর বৈরীর সৃজন করিয়াছে। এ রূপ কল্পনা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা জানি না তবে এটী সত্য বটে যে পৃথিবীতে এ রূপ ভয়ানক ব্যাপার সমুদয় দর্শন করা যায় যাহা শয়তান প্রভৃতি ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। এই কার্য্যের একটী রাজা দিগের প্রাণ দণ্ড দ্বারা দুষ্কর্ম্ম শাসন করা। কোন অঙ্গ পীড়িত হইয়া যদি সমুদয় শরীর ধ্বংশ করার উপক্রম করে তবে সে অঙ্গকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। তথাচ যে অঙ্গ চিকিৎসার দ্বারা আবার সজীব কি সরল হইবার সম্ভব থাকে তাহা ছেদন করা অতি অকর্ত্তব্য, আবার যে চিকিৎসকেরা অরুগ্ন শরীর হইতে রুগ্ন শরীর চিনিতে না পারেন তাহাদের হস্তে অস্ত্র চিকিৎসার ভার ও নির্ব্বিঘ্নে অর্পণ করা যায় না। মুণিদের মতি ভ্রম হয় সেখানে মনুষ্যের ত কোন কথাই নাই। আবার এ দেশে কত মিথ্যাচরণ হয় তাহার সীমা নাই। শাসন প্রণালীর দোষে লোকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে বাধ্য হয়, পোলিসের অনেচ্ছায় অনেক সময় মিথ্যা মোকর্দ্দমা সাজাইয়া সত্য বলিয়া রাজ বিচারালয়ে অর্পণ করিতে হয় আবার যাহারা বিচার করেন তাহারা বিদেশী, সহজে প্রবঞ্চিত হইতে পারেন। নিরাপরাধে যে এ দেশে-এ দেশে কেন সকল দেশেই যে বিচার পতিরা অনেক রাজ দণ্ডের দোহাই দিয়া অনেক নর হত্যা করিয়া থাকেন তাহা কাহার ও অস্বীকার করিবার যো নাই, আবার প্রাণ দণ্ড করিয়া যে নর হত্যা অপরাধ কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই তাহা বোধ হয় যাহারা মনুষ্যের প্রাণ দণ্ডের কথা শুনিবা মাত্র আনন্দে নৃত্য করেন তাহারাও অস্বীকার করিতে পারেন না। মনুষ্যের উন্মত্ততা উপস্থিত না হইলে অপরের প্রাণ দণ্ড করিতে পারে না। রণকালে বীর পুরুষেরা এই উন্মত্ততা প্রাপ্ত হন, এবং যখন যে ব্যক্তি নর রক্তে আপনার হস্ত কলুসিত করিয়াছে তাহারই এই উন্মত্ততা উপস্থিত হইয়াছে। উন্মত্ততা মনুষ্যের একটী রোগ বিশেষ। শাসন দ্বারা কোন রোগের শান্তি করা যায় না। ভয় দ্বারা যদি রোগ শাসন করা যাইত তবে গবর্ণমেন্টের উচিত ছিল যে ওলাউঠা ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। এই রূপ উন্মত্ত হইয়া লোকে শুদ্ধ অপরের প্রাণ হত্যা করে না, আপনার প্রাণ হত্যা করে। প্রাণ দণ্ডের যে বিষম ভয় দর্শন দ্বারা রাজারা দুষ্কর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে বিরত করিবার যত্ন করেন, উন্মত্ত গ্রস্ত হইয়া লোকে অনায়াসে আপনা আপনি প্রাণ দণ্ড করিয়া সে ভয়কে উপহাস করিয়া থাকে। তবে সংসারে এরূপ লোক

আছে যে তাহার প্রাণ হরণ না করিলে জন সমাজের বিপদ ঘটে এরূপ লোকের প্রাণ দণ্ড করা যে অতি কর্ত্তব্য সে বিষয়ে বোধ হয় অনেকে স্বীকার করেন। কিন্তু এরূপ লোক বিরল আবার ইহাদের প্রাণ দণ্ড না করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলে বোধ হয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। আজ কিছু দিন হইল দার্জিলিঙ্গে একটী শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হয় এবং তদুপলক্ষে আমরা উপরিউক্ত কয়েকটী পংক্তি লিখিলাম। ১২ই আগষ্ট তারিখে দার্জিলিঙ্গে জালিম নামক এক ব্যক্তির ফাঁসী হয়। জালিম কিছু স্থূলকায় এবং দুই মনের উপর ভারী ছিল। তাহার উদ্বন্ধন কালে তাহাকে যে রজ্জু দ্বারা এই নিদারুন কার্য্য সমাধা করা হয় তাহা উহার ভারে ছিন্ন হইয়া যায় অর্দ্ধ মৃত্যু অবস্থায় মৃত্তিকায় পতিত হয় এবং আবার তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে মনুষ্যের সহসা রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণ নষ্ট করা এক লোমহর্ষণ ব্যাপার আবার তাহার পর এক জনকে একবার এই রূপে প্রাণ দণ্ড করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আবার তাহাকে ঐ রূপ হত্যা করা এ ভয়ানক ব্যাপার কিন্তু তথাচ জালিমকে এই রূপে আবার হত্যা করা হয়। এরূপ হত্যা করিয়াই নয় রাজ পুরুষদিগের হৃদয়ে একটী করুণার উদয় হউক। বীর পুরুষেরা রণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বদেশ জাতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত শত্রু দলকে হত্যা করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন তখন তাহারা আপন বীরত্বের নিমিত্ত গৌরব করেন না. নররক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হন কিন্তু আমাদের রাজ পুরুষেরা এই নিদারুন কার্য্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে আর যখন কাহারও ফাঁসী হইবে তখন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ফাঁসী রজ্জু যেন পরীক্ষা করিয়া দেখেন। মনুষ্যের এরূপ প্রবৃত্তি করুণাময় ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যের হৃদয়ে উপস্থিত হইতে পারে না। শয়তান হউক আর যে হউক যাহার ঈশ্বরের রাজ্যধ্বংশ করা নিতান্ত ইচ্ছা যাহার ঈশ্বরের করুণাময় নাম কলঙ্কিত করায় নিতান্ত ইচ্ছা এই রূপ ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহার দ্বারা এ সমুদয় কার্য্য হইতে পারে না।

উইলিয়ম বকলাণ্ড নামক এক জন গোলন্দাজ এক জন পাখা টানা কুলিকে আঘাত করে। সেই আঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। ডাক্তারে পরীক্ষা করিয়া এরূপ অবস্থায় যাহা বলিয়া থাকেন তাহাই বলেন। জুরিরা সাহেব। ডাক্তার সাক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া বলেন কুলির বৃহৎ প্লীহা ছিল। আঘাত লাগিয়া তাহা বিদীর্ণ হয় এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। জুরিরা বকলাণ্ডকে বেকোসুরে খালাস দিয়াছেন। জুরিরা অবিচার কি সুবিচার করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না সম্ভবতঃ বকলাণ্ড কুলিকে খুন করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করিয়াছিল না। ইহাও হইতে পারে সে যেরূপ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে আঘাত করে তাহা অনায়াসে এক জন সবল ব্যক্তি সহ্য করিতে পারিত এবং অজ্ঞাতসারে তাহাকে হত্যা করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। যাহা বকলাণ্ড করিয়াছে তাহা এ দেশীয়ও এক জন অনায়াসে করিতে পারে সুতরাং. আমরা সে নিমিত্ত বকলাণ্ডকে তত দোষ অর্পণ করি না কিন্তু যাহারা এই রূপ কোন দুষ্কর্ম্ম করে ইংরাজেরা যে অনায়াসে কি রূপে তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করেন, তাহাদিগকে নির্দ্দোষী বোধ করেন, আমরা এইটী যখন চিন্তা করি তখন আমাদের বুদ্ধি সাক্ষ্য সমুদয় লোপ পাইয়া যায়। ফুলার সাহেব এক জন সহিসকে হত্যা করেন। তিনি জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে যে ইহাকে হত্যা করেন তাহা বিধাতা জানেন কিন্তু তিনি যে এক জন মনুষ্যের প্রাণ নিষ্কারণে নষ্ট করেন তাহার কোন ভুল নাই। বিচারে ফুলার সাহেবের এই গুরুতর অপরাধে অতি সামান্য দণ্ড হয়। লর্ড লিটন এই নিরক্তি প্রকাশ করেন। লর্ড লিটন যে ইহা দ্বারা কি দুষ্কর্ম্ম কি অন্যায় কার্য্য করেন তাহা আমরা জানি না। অথচ ইংরাজেরা আবাল বৃদ্ধ ইহাতে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাহাদের অসন্তুষ্টের কারণ এই যে ইংরাজেরা যদি অপ্রতিহত ভাবে তাহাদের ভৃত্যদিগকে হত্যা করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের কি করিয়া সংসার নির্ব্বাহ হইবে। তাহাদের এখন এই নিমিত্ত দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে যে ইংরাজেরা যে কোন অপরাধ করুন না তাহারা তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন। তাহারা চিরকাল এই রূপ করিয়া থাকেন তথাচ পূর্ব্বে কখন কখন একটু চক্ষু লজ্জা দেখাইতেন কিন্তু এখন ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইউরোপীয়ন নামক এক খানি সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উপরিউক্ত গোলন্দাজ বকলণ্ডের নরহত্যার ব্যাপারটী পাওনিয়ার একরূপ লর্ড লিটনকে উপহাস করিবার ছলে উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজেরা নিজে রাজ পুরুষ। আমরা গবর্ণমেন্টকে যত ভয় করি তাহাদের স্বভাবতঃ গবর্ণমেন্টের উপর তত ভয় হয় না। নীল বিদ্রোহীর সময় কুঠিয়ালেরা প্রকাশ্য রূপে রাজ বিদ্রোহ হইবেন সম্বাদ পত্রে এই রূপ সমুদয় পত্র লিখিতেন। ইন্‌কম ট্যাক্সের সময় কলিকাতার এক খানি দৈনিক ইংরাজি সম্বাদ পত্র রাজ বিদ্রোহী হইবার নিমিত্ত এদেশীয়দিগকে পরামর্শ প্রদান করেন। সুতরাং লর্ড লিটনকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাহারা এখন যাহা করিতেছেন ইহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক যে করিতে পারেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংরাজেরা এরূপ করিয়া পরিণামে ঠকিবেন। যিনিই গবর্ণমেন্টের পদ খর্ব্ব করুন না কেন, গবর্ণমেন্টের পদ খর্ব্ব হইলে প্রজার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ইংরাজে এখন যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন ইহাতে প্রকারান্তরে তাহারা আমাদের মঙ্গল করিতেছেন। লর্ড লিটনকে জব্দ করিতে পারিলে ইংরাজেরা মনে করিতেছেন, যে তাহারা অনায়াসে আবার এদেশীয়দিগকে হত্যা করিতে পারিবেন সে তাহাদের ভ্রম। লর্ড লিটন অপদস্থ হইলে ইংরাজদিগের আর ভৃত্যের গায়ে হস্ত স্পর্শ করিতে সাহস হইবে না। খুঁটীর জোরে বলদ কুঁদে। খুঁটী শিথিল হইলে বলদ আর কুন্দন করিতে পারিবেন না।

গত শুক্রবারে নবীন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বরাবর বাবু দয়াল চাঁদ মিত্রের বাটী গমন করেন। সেখানে আপনার কয়েদির পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন। নবীনকে দেখিতে সহরের লোক প্রকৃত ভাঙ্গিয়াছিল। নবীনকে লইয়া আমাদের দেশের লোক যে রূপ আন্দোলন করিলেন এবং তাহার প্রতি যে রূপ স্নেহ ও যত্ন প্রদর্শন করিলেন এ রূপ কোন দেশে কোন বীর পুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না। নবীন এক জন সামান্য ব্যক্তি। তাহার নাম কোন কালে জন সাধারণের কর্ণ গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। মোহন্ত ও এলোকেশী তাহাকে এ রূপ বিখ্যাত করিয়াছে। তিনি যে অবস্থায় স্ত্রীকে স্বহস্তে হত্যা করেন সেটি অতি শোচনীয় ব্যাপার আবার মহন্ত অতি পিচাশের ন্যায় ব্যবহার করে। হিন্দু জাতির হৃদয় কোমল। নবীনের দুরবস্থা দেখিয়া তাহারা অতিশয় কষ্ট অনুভব করেন আবার ধর্ম্ম গুরু মহন্ত দুরাচারের ব্যবহার দেখিয়া লোকের তাহার উপর জাত ক্রোধের উপস্থিত হয়। সুতরাং নবীন বিখ্যাত হইয়া পড়েন। নবীন এখন এরূপ বিখ্যাত হইয়াছেন যে এলোকেশীর ও মহন্তের দুষ্কর্ম্ম হয় ত তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি মনে মনে এখন এ রূপ চিন্তা করিতে পারেন যে বিধাতা তাঁহাকে বিখ্যাত করিবার নিমিত্ত মহন্তকে এবং তাহার স্ত্রীকে এ রূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া ছিলেন। নবীন এ রূপ ভাগ্যবান যে কেহ২ নবীনের নিমিত্ত একটী চাঁদা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহাতে জন সাধারণের ক্ষতি বৃদ্ধি আছে এ রূপ কার্য্যের নিমিত্ত সাধারণ কর্ত্তৃক অর্থ সংগৃহ হইয়া থাকে। নবীনের অবস্থা দেখিয়া এ দেশের হিন্দুরা এ রূপ কষ্ট অনুভব করিয়াছেন যে যদিও উহার সঙ্গে সাধারণের সাক্ষাৎ কি অসাক্ষাৎ কোন রূপ সম্বন্ধ নাই তথাচ লোকে এটী সাধারণের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এমন কি যে সমুদয় কার্য্যে সাধারণের অর্থ প্রদান করা কর্ত্তব্য এ রূপ কার্য্যে যাহারা চাঁদা সংগ্রহ করার প্রস্তাব করেন নাই তাহারা পর্য্যন্ত নবীনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করার প্রস্তাব করিতেছেন হিন্দু ভিন্ন অপর জাতিরা মনে মনে ভাবিতে পারেন যে নবীনের মকদ্দমায় এ রূপ কি আছে যাহা লইয়া একেবারে বঙ্গবাসী মাত্র উন্মত্ত হইয়াছে, তাহারা হয় ত ইহাও ভাবিতে পারেন যে উইলসন সাহেব কলিকাতা নগরবাসীদিগের স্বার্থ সমর্থন করিতে গিয়া বিপদাপন্ন হইয়াছেন তাহার সাহায্যের নিমিত্ত কেহ অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব করেন না, উড্‌ সাহেব দেশের এত মঙ্গল করিলেন তাহার স্মরনার্থে একটী কীর্ত্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত কেহ এ রূপ অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব করেন না। রাজ দণ্ডে প্রপীড়িত ফেনুয়ার প্রজাবর্গ, রাজসাহীর রাজ চন্দ্র দাস এবং অন্যান্য কত লোক কেবল অর্থাভাবে কুবিচার প্রাপ্ত হইতেছে তাহাদের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের কথা কাহার মুখে নাই অথচ এ রূপ কার্য্যের সঙ্গে সাধারণের সুখ দুঃখের অনেক সংস্রব আছে কিন্তু নবীনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে। ইহারা এই নিমিত্ত আমাদিগকে অপদার্থ ও মনে করিতে পারেন। যাহারা আমাদিগকে এ রূপ তিরস্কার করেন তাহাদিগকে আমরা দোষ দিতে পারি না। দেশের লোককে উন্মত্ত করে এরূপ কি বিষয় যে নবীনের মকদ্দমায় আছে তাহা আমরা ও অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে পারি না তবে ইহাতে যে কিছু আছে তাহার ও কোন সন্দেহ নাই। জাতির অপদার্থতার নিমিত্তই হউক অথবা ঘটনার শক্তিতেই হউক যাহাতে এ রূপ জন সমাজ বিলোড়িত করিয়াছে তাহা উপেক্ষা করার বিষয় নহে।

এত দিনের পর ইংরাজেরা এই বার প্রকৃত ভারত রাজ সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন। গবর্ণমেন্টের এটী ভারি উল্লাসের ও উৎসবের সময়। রাজারা যখন কোন রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাজ পুরুষেরা কিয়ৎ পরিমাণে কল্পতরু হন। উল্লাসের সময় মনুষ্যের ক্ষুদ্র মনও মহৎ হইয়া উঠে। রাজাদের স্বভাবতঃ প্রায় মহতান্তঃকরণ থাকে অন্ততঃ রাজার মহতান্তঃকরণ হওয়া উচিত। এই মহতান্তঃকরণ এরূপ উল্লাসের সময় আরো বিকসিত হয়। যখন দিল্লীতে দরবার হইবে এবং কুইন বিক্টোরিয়া প্রকাশ্য রূপে এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করেন তখন রাজ পুরুষদিগের অন্তকরণ স্বভাবতঃ আরো মহৎ হইবে। তাহারা হয়ত সে সময় জাতি বৈরিতা, জেতা জেতৃ বিভিন্নতা প্রভৃতি বিস্মৃত হইবেন। মন্ত্রীবর ডিসরেলি আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন যে কুইন বিক্টোরিয়া এম্প্রেস পদ গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষবাসীদিগের মঙ্গল হইবে। আমরা কল্পনায় এই মহোৎসব উপলক্ষে কত মঙ্গলই প্রত্যাশা করিতেছি। যখন কুইন বিক্টোরিয়া এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করেন তখন একটী প্রোক্লেমেশন দেওয়া হইবে। ইহাতে তিনি এম্প্রেস হইলে ভারতবর্ষবাসীদিগের কি কি মঙ্গল হইবে তাহাই প্রকাশ্য রূপে তাহার প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল সর্ব্বসমুখে ব্যক্ত করিবেন। বিধাতা করেন তিনি যেন এই উপলক্ষে অমৃত বর্ষণ করেন। তাঁহার অমৃত বর্ষণ দেখিয়া যেন হিন্দু জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বর্গে নৃত্য করেন। আমরা শুনিতেছি গবর্ণমেন্ট এই উপলক্ষে মহারাণী স্বর্ণময়ীকে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রদান করিবেন। যদি কোন কার্য্যে এ দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে তবে গবর্ণমেন্টের এই কার্য্যটীতে করিবে। এই শুভ সম্বাদ শুনিয়া বঙ্গবাসীরা

The Scarcity in Maisur :—

Princes are going in up Mysore to famine rates, rice is now selling in Bangalore at 7 measures (equal to about 4½ Madras measures) the rupee. It is said that the Chief Commissioner has notified to the Madras Government that the 36th Regiment N. I., in orders to march in course of relief to Mangalor, cannot be supplied with forage or provisions, on route, by the local authorities. This regiment, which was to have marched through Mysore and Coorg, will, in all probability, be detained at Mangalore for another year, or will be sent by train to Beypore, and thence to Mangalore by pattimars. Nothing certain, however, will be known till next month.

Attempt to Loot the Bangalor Bazaars :—

We hear that great confusion prevailed in the Petta bazaars, about 5 o'clock, on the evening of Thursday last, as a large mob of natives attempted to loot the bazaars. It appears that two cart-men, whose carts were loaded with grain, in bags, were quarreling, when a native boy availing himself of the opportunity, cut one of the grain bags and was walking away with his booty, when the owner cried out that the grain from his cart was being "looted." This caused several other natives to cry "loot." The grain vendors alarmed began closing their godowns, and in a few minutes large crowds of people were rushing about the bazaars trying to plunder them, when the police and the Siliedar and Barr sepoys arrived at the scene of confusion and quelled the disturbance.

The threatened Loot of the Bazaars :—

The people appear still ripe to loot the Bazaars ; and most of the bazaarmen in Madras refuse to open their shops. On Saturday last, the greatest inconvenience was felt by a great many people, by a number of the bazaars in Black Town and other districts of Madras being closed. The price of coarse rice rose to three annas for a measure on that day. The poor people who subsist on this sort of rice feel that, as yet, the bazaarmen have no just grounds to charge such an exorbitantly high rate. Thousands of bugs of rice were landed at Madras during last week from Burmah and the Northern Ports, but they were all sent away by rail to the distressed districts in the interior. The bazaarmen, who are said to have in their granaries stores sufficient to last for two or three years, seem determined to sell grain at a high rate, so long as there are no signs of rain. They say, that before this, there should have been an abundant fall of rain, and as, as yet, there are no signs of a change in the weather, they apprehend that the north-east monsoons this year will be a perfect failure.

Relief Works in Kurnool ;—

"The monsoon has been a complete failure here this year. All the dry crops have withered. There is a great scarcity of grain throughout the district. Rice is selling at 5 measures, cholum 7, horse-grain 8, and difficult to be procured at the price. Cattle are actually starving ; cholum straw, usually sold at three annas the bundle, now fetches one rupee and a half. Many poor people have had to dispose of their buffalos, or see them die. The distress is general. Very little rice is under canal irregation. The ryots have preferred to wait in hopes of rain, rather then take canal water, and pay twenty-four rupees per acre. The Government lately signified their willingness to the Company to be responsible for all water supplied, and that those ryots who would use the water in the cultivation of dry crops would not be required to pay any cess, if the crops failed. The ryots have jumped at the conditions, and many are now clamouring for water. Crime has increased throughout the district. Dacoity and grain robberies are frequent. The jail is much over-crowded, having close on 400 prisones. There is every probability that large additions will be made to the number. Many have committed crimes, so that they may be sent to jail. Relief works are in operation on a large scale ; 3,000 men, women, and children are engaged, close to the town of Kurnool, in constructing a road. Relief has also been afforded in different talugs of the district. The Nazim's country, which has always sent in quantities of grain to Kurnool, now sends none. The Collector lately telegraphed to know if the export was prohibited, and he got a reply saying it was not so. Yet, though orders may not have been actually issued to the effect, it is I believe, understood that no grain is to be exported from the neighbouring country.

The following extract from the Proceedings of the government of Bombay will give a more complete idea of the intemity of the destress and other matters connected with it.

On the reports received from different districts, Govern ment have from time to time, during the last six weeks, issued orders for minor works calculated to relieve the distressed in those districts of the Presidency where the failure of the monsoon rains has caused the destruction of the crops, and deprived the agricultural population of their ordinary means of earning a subsistence. But from the information now being received it is evident that the distress is of a wider and more serious character than was at first anticipated ; and Government is therefore called upon to determine and make known the plan of operations which they will propose to the Government of India for meeting the great calamity which is impending over a very large portion of this Presidency.

2. The districts with which the Government are best enabled to deal immediately are Poona, Ahmednagar, and Sholapur. They form but a part only of the tract to which relief on a large scale must be afforded ; but the principles applied to them will generally govern all the rest.

3. The Collector of Sholapur, in his letter of the 4th October, reports "there is now no part of the district in which the condition of the mass of the people is not most deplorable ; and as there is no prospect of any crop whatever throughout by far the greater portion of the Collectorate, there can be no doubt that a scarity amounting to famine must be the result." The Collector of Poona, writing on the 10th instant, says :—"For the first few miles beyond Poona the crops are still in the ground but they are rapidly drying up, and uuless rain falls cannot expect to yield any grain. They are now being cut for forage. Beyond that distance, the country is an absolute desert, not a blade of grass nor a particle of grain is to be seen any where. The rivers and wells are drying up, and the cattle are dying of absolute starvation. The people are looking very thin and ill, and though there have been no deaths from starvation, it is very evident that something must speedily be done to alleviate the distress. The Revenue Commissioner and the Superintending Engineer, who had been specially ordered out by Government to report on the distressed districts, writing from Ahmednagar on the 10th instant, after passing through the Bhimthari Taluka of the Poona District, report :—"We are about to proceed to the Sholapur Collectorate ; but we are so fully convince from various circumstances, and especially from the communications of the Collector of Sholapur, Mr. Grant, that our visit there will bring before us a still worse and more universally spread calamity, that we should consider ourselves to blame in delaying to lay the very serious nature of the case before Government, and to apply at once for Relief Works on a large scale.

4. The Collector of Poona, in a letter to the Revenue Commissioner of the 10th instant, estimates the population of those talukas which are more or less affected at 318,601. The last census gives that of Ahmednagar as 773,938, and that of Sholapur as 662,986. The total population of the districts for which Government is now endeavouring to make immediate provision, amounts to about one million and three quarters. The Collector of Poona estimates the number of those that must be kept alive by Government at one-fifth, or over sixty-three thousand. There is little reason to believe that the proportion of the destitute in Ahmednagar will be less than that of the worse talukas of Poona. While in the case of Sholapur the Collector calculates, that the cultivating classes and others such as the Mhars, Mhangas and Ramosis will be without food or provision for themselves, their families and cattle for the next 12 months, and unable to procure the barest necessaries of life without the assistance of Government.

5. It is evident that all calculations on this head must be attended with great uncertainty ; but bearing in mind that the Government of India in their Despatch to the Secretary of State of the 30th January 1874, in commenting on the Bengal famine, assumed that one-tenth of the population might require relief, it seems reasonable to frame our estimate on a medium between that rate and that of the Collector of Poona, viz., one-eighth, to say two millions and a quarter.

6. The Collector of Poona supposes the famine may last six months. The Collector of Sholapur contemplates twelve months. It will probably be better to reckon on eight months from the 1st November, that is, up to the end of June, by which time it may be hoped that the monsoon rains of 1877 will enable the agricultural population to resume their ordinary avocations.

7. Assuming again that each person will require on an average, one pound of grain per diem, and that 18 lbs. or 9 seers can be purchased for one Rupee, the following will be the general result.—

219,440 240 18 Rs. 29,25,866.

or say thirty lacs of Rupees.

8. Such being the magnitude of the undertaking with which the Government are called upon immediately to deal, and which they much fear will form but a moderate proportion of the whole burthen, they think it desirable to make known the mode of action they will recommend to the Goverment of India.

9. His Excellency in Council is clearly of opinion that in all cases in which, with due regard to sanitation and other local circumstances, it may be found practicable, it will be far more convenient, and in the end far more economical, to select for Relief Works those of considerable magnitude, which have been well examined and approved though unavoidably postponed, on which the labour of large bodies of men can be advantageously concentrated. There may cases in which it may be necessary to have recourse to isolated works of a trifling natuer ; but these should as far as possible form the exceptions.

10. All payments for labour employed on Relief Works should be paid for either in money or in grain : the officers directing the works should take no part in the provision of food.

11. Government earnestly desire to abstain from making any purchases of grain in the general market. They will only have recourse to such a step in cases where there is no supply, or where they are satisfied that the prices demanded by the dealers are extortionate and cruel, and they trust they may not be disappointed in the hope that no such necessity will arise.

12. In every case, therefore, in which it may be found necessary to undertake large Relief Works, the Government will, by public advertisement, invite tenders for contracts for the supply of grain to the labourers employed at certain rates, for a term certain, at such places as may be found convenient.

13. In those cases in which the Government may be obliged to supply food to people unable to work, or to those employed on small works to which no contractors may be attached, the grain will be purchased, as far as practicable at the contract price from the nearest contractor.

14. Government do not lose sight of the fact, that under this system the price to be paid for grain may be high ; but they believe that this may be counterbalanced by their being relieved of the obligation to provide stores and establishments for the charge and distribution of the grains and above all by escaping the risk of accumulating supplies which may prove in the end to exceed the actual requirements.

15. His Excellency in Council has sent the following message by telegraph to the Government of India in the Revenue Department :—"There has been a long discussion in council on the measure to be adopted for the relief of the distressed population. The reports are exceedingly bad. All will be forwarded immediately. The small works spoken of in your letter of the 29th have been sanctioned and are nearly done. We are unanimously of opinion that the work on the Dhond and Manmar Railway must be commenced at once. If there is not heavy rain in the course of a few days, the state of affairs will be most serious, and we must be free to deal with them at once. Local resources are virtually exhausted, and we have been compelled to-day, as a temporary expedient, to authorize each of the Collectors of Poona, Ahmednagar and Sholapur to expend Rs. 25,000 for preserving the lives of those who may be too infirm to work or too poor to buy, as well as for the payment of any employed on trifling Local Works."

16. The Government have issued instructions for resuming work on the Mutha Canal which will afford useful employment to the people of the Poona Collecterate.

17. The works enumerated in the Statement No. 1 attached to the letter from the Revenue Commissioner and Superitending Engineer should be sanctioned in the Public Works Department, and should be proceed with at once.

18. His Excellency in Council abstains on this occasion from any discussion on the incidence of the cost of the contemplated operations, to which allusion is made in the letter from Government of India of the 29th September last. By a letter from this Government of the 7th June last, the Government of India were made acquainted with their views on the subject. The measures adopted in Bengal have established the principle that the people must be kept alive ; and it is manifestly impossible to postpone affording relief until the ultimate incidence of the cost has been arranged.

SCRAPS AND COMMENTS.

The Englishman thus gives an account of the case of Colonel Macdonald :—

We may premise that, when the Surveyor-General first instituted enquiries regarding the authorship of the articles in the *Frend of India*, the circumstance we shall presently detail was the only point remarked upon, and that the enquiry was accompanied by a distinct pledge that the originator of the charge would have the fullest opportunity given him of snbstantiating it. That pledge has not been fulfilled, for the obvious reason that the alacrity with which Colonel Macdonald responded to the challenge coupled with the nature of the case itself, showed that the matter was too dangerous to proceed with. So, leaving this dangerous matter aside, the Surveyor-General has adopted the easier, and what he, no doubt, considers the safer, task of punishing Colonel Macdonald for his criticism of a work which, though publicly sold and as such, public property, is to be regarded as sacred by the only men competent to enlighten the public regarding its real character. The extract from tne article is as follows :—"It may be expected that, when the professional measurements of the Revenue Survey check the work of the Topographical, great discrepancies occur occasionally in the delineation of hills and the course of streams. A most amusing instance of nonchalance in treating such discoveries of discrepancies between two maps may be instanced of a case where there is a great difference of topography between the border of Khandeish, touching on Betal. Along nearly fifty miles of boundary, there was absolutely no accord. On open, cultivated plain, aceording to the Revenue Survey Map, tho Topographical Surveyor had shown hill slopes, and every where hills and drainage were absolutely different, &c., &c."

Lest it should be supposed either that this reference was made without sufficient ground, or that Colonel Macdonald had rushed into print without giving the Surveyor-General a fair chance of taking the matter up in a proper way departmentally, we now proceed to describe how the discrepancies in question had been brought forward officially, and how they had been received and answered by the Surveyor-General.

In October last, Colonel Macdonald had occasion, in his official capacity as Officiating Superintendent of Revenue Surveys, Lower Circle, to institute a comparisou of the survey-work on the boundary of district Betal, Central Provinces, the map of which his office was about to publish, with the adjacent work on the boundary of Kandeish, a district which was being surveyed by the Topographical Survey Department by Mr. Girdlestone. a Deputy Superintendent in charge of the Khandeish Topographical Survey. He could find no agreement between the two surveys, and the difference in topography and measurements betwen features of the country was so great, that he at once addressed the Surveyor-General drawing particular attention to most noteworthy of the discrepancies, showing difference in delineation that could not possibly have occurred, had both Surveyors done their work correctly.

He rightly considered that the case called for inquiry, and stated that one of the two maps must necessarily be useless. He mado no allegation that the work done by the Revenue Survey party was good, or that that done by the Topographical party was bad ; but merely gave his opinion that the work ought to be verified, as the total of the comparison was most unsatisfactory.

The Surveyor-General, in reply, stated that, on comparnig tho original field sections of the Topographical Survey with the Revenue Survey sheets, he was of opinion that the errors referred to were entirely due to the very incorreot way in which the Topographical standard sheet had been copied, and drawn from the original field sections by Mr. Girdlestone, the Deputy Superintendent in charge of the Topographical Survey Party ; and he went on to say that the sheets would be withdrawn, and recompiled, thus fully bearing out Colonel Macdonald's remarks as to the importance of the discrepancy.

It is impossible to over-estimate the gravity of this statement as affecting Mr. Girdlestone and there are grave reasons for thinking that the explanation did not meet the difficulty ; for carelessness in the drawing would not account for differences in distance between hill streams, or for hills being shown where the ground was open and cultivated. Further before the standard sheet was published, it was the duty of the officer in charge of the mapping to see that the original field sections hed been compared with the copy and to have signed them as correct. It is evident that there must have been gross carelessness somewhere,—probably, in the pnblishing office of the Surveyor-General in Calcutta ; for it is difficult to believe that such errors as those reported by Colonel Macdonald to the Surveyor-General coulp be made by a responsible officer like Mr. Girdllestone, who had always borne a high character.

In consequence of Colonel Macdonald's representation, the topographical maps done under Colonel Thuillier's superintendence were condemned.

That Mr. Girdlestone should have made a false copy of his own manuscript, is, to say the least of it, most improbable ; yet, the facts show that most serious mistakes were made in a map purporting to indicate correctly the Kandeish and Betul boundary, and about to be issued to the public.

If such things can be,—and the light way in which this instance was treated by the Surveyor-General is hardly calculated to inspire the belief that it was an exceptional one,—what guarantee has the scientific world for the accuracy of any of the work of the Department, or the public that the revenue expended on its operations is not absolutely thrown away ? We believe every honest man will agree with us that, in exposing such a case, Colonel Macdonald has done a great public service ; and he will have done a still greater public service if he can in any way shame the Government into a thorough siftiug of the whole matter, for we strongly snspect there is much more behind.

H. H. The Princess of Tanjore has been invited to the Delhi Extravaganza ; but, says the *Madras Mail*, has declined becouse of the great expenditure such a visit would entail. Many Princes and Nobles have been invited, who for similar reasons, should follow this laudable example, especially now that famine is almost at their doors.

H. H. the Maharajah Holkar has contributed Rs. 6,000 worth of grain for the relief of distress in the Bombay Presidency.

A strong shock of earthquake was felt at Secunderabad on Tuesday evening last.

The *Times* has this week "upon authority" contradicted the rumour that Sir Bartle Frere was to be re-appointed Governor of Bombay. The rumour in question certainly never obtained any credence in London—whatever it may have done in India. In any case it is, however, satisfactory to have it denied.

According to the *Bharat Shangkarak*, an unpleasant scandal is being talked about in Assam in which a Mr. Akin, a planter, and the Deputy Commissioner of the district in which his estate is situated, are likely to come to grief ; the former for seducing a girl from the protection of her father, a Native Christian, living in the compound of an American Missionary ; and the latter for refusing to take up the complaint against Mr. Akin. The case has come under the notice of Colonel Keatinge, and is now with the Judicial Commissioner of Assam.

The following is from a gentleman from Madras :—

"Not *so* benighted" wrote charivari, when it portrayed our friend the Hon. Mr. Coleman. *So* is a little word ; but 'much may in it dwell,' what a dark shadow it throws over the merits of the community to which he belongs. Indeed our presidency is benighted, and it deserves that contempt and unimportance which you and your brethren of Bombay sometimes attach to it. A couple of weeks ago, a Bombay Journal reproached us for our literary inactivity. It pronounced on our Vernacular Society whose members are so brisk as to disgorge a monthly Tamil magazine of 30 pages after swallowing a gigantic amount from Government. Now and then the papers of other Presidencies discover their acrimonious disregard to the people of this Presidency. But we have got a rhinocera's hind, so that our skins are impervious to your arrows, however sharp and well-aimed they may be. Oh ! what an insensibility to criticism ! what an apathy to emulation ! what a literary, a political stagnation !

My present object is to speak of our only organ, which has to represent the interest of no less than 25 millions of people. Its present state of inefficiency is much to be deplored and is therefore the subject of my complaint in this letter. This Journal *Native Public Opinion*, by name, was started to meet the unavoidable necessity of the time. Native Journals had sprung up in the sister-presidencies. They discussed, expatiated and remonstrated ; but we, with our characteristic benumbedness, kept quite. The Anglo-Indians sneered, and kingted us, for our deeds of inaction, with the title of "Sir Benighted.', Then, as a dead body shows some signs of motion, when exposed to the sun, so some of us showed some signs of activity. A meeting was convened ; a large sum of money was collected and the Journal, above named, was started. Able literary men offered their services, and the paper was for a time well conducted, so much so that the collected fund has yet remained untouched. But their enthusiasm that was manifest at the commencement has now, I am sorry to observe, cooled into its present state of inefficiency. The paper scarcely contains editorials of a useful kind, exhibits an utter inspiritedness, and is loathesome to its readers. The wealthy natives of Madras, who went about convening meetings and collecting subscriptions for the starting of the paper, now remain apparently in sensible to the most effiminate manner in which it is managed. My earnest wish therefore, as it must be the wish of every native, is to see steps being taken by them for putting the paper on a more satisfactory footing. This can be done only by having a paid editor ; and I am sure that men will not be wanting either from the bar or from the educational department, to take up the business, if only a sight remuneration be given to them. If I remember right, it was the Hon. V. Ramiengar C. S. I. who distinguished himself most among those who brought it into existence ; it is hoped that the same gentleman will infinitely oblige his countrymen by now attempting to improve its present condition.

I have thought fit to address you on this matter, hoping that you will stir your countrymen of the south by means of your persuasive pen.

We hesitated to insert the above but was at last induced to do it as the writer seems to be very earnest and patriotically inclined. For ourselves we have always read with profit and pleasure the *Native Public Opinion* of Madras. If the writer of the above has any suggestions he had better confer with the Editor and the Proprietors. It is a very ungracious task for an Editor to sit in judgment upon his brother.

The *East* gives the following particulars regarding the muslin manufacture of Dacca :—

This district had once a very flourishing trade in muslins. The far-famed Dacca muslins were once the boast of the East, and were highly prized by English and Parisian dames. Ships loaded with this valuable texture visited almost all the famous marts of the then civilized world But, unfortunately, this once flourishing trade has now been almost totally annihilated. The manufacture of Dacca muslin, if not totally extinct, is now almost a thing of the past. The following figures, which show the value of cotton goods that passed as exports through the Dacca Custom-house in the different years, as noted, will at once prove the rapid decline of the manufacture now under consideration. In 1817 A. D., when the English Commercial Residency was abolished, the value of these goods amounted to £152,467, in 1825 it fell to £62,918, in 1829 to £50,488, and in 1834 to £31,712. From these figures it is manifest at a glance that during a period of *only* 17 years, the so highly famed muslin trade was reduced at once by a fourth. And since 1835 it has been dwindling almost to nothing, and accordingly the manufacture of muslin has fallen off proportionately. The finer kinds are not now made save to express order. Dr. Taylor, in his Topography, says "that some 36 different kinds of cloth were manufactred in the district, the bulk of which was made of English twist, country thread being used for the very finest muslins only." The very names given to this texture proclaimed its quality. Muslins were styled "*ab-ra-wan*" (running water) and "*shab-nam*" (evening dew). They bore these names owing simply to the fact that they could not have been distinguished from liquid when wet—a test which proves the fine quality of a texture. It was reported some time back that "in the time of Jehangir, a piece of *abrawan* muslin could be manufactured, 15ft. by 3ft., and weigh only 5 *sikkas* or 900 grains, the price of which was £40. The finest that can be made in the present day (1840) of the above dimensions, weighs about 9 *sikkas* or 1,600 grains, and is sold for £10." During the close of last year, 3 pieces of muslin were made to the order of Nawab Abdool Gunny, C. S. I., for presentation to H. R. H. the Prince of Wales. They measured 20 yds. by 1 yd., and were found to weigh 9¼ *tolas*. From this, it will be seen that muslin manufacture has not only declined, but the fine quality of the texture has also greatly deteriorated.

Mr. T. Routledge, of Sunderland, has applied to the Secretary of State for India for concession of a tract of land in North Canara, in the Bombay Presidency, for the purpose of establishing a factory for making paper. In the opinion of the applicant, Indian forests were well adapted for the establishment of a factory or for procuring materials for paper making. The creek forming the head of the Carwar Harbour, North Canara, into which the Kalanuddy River flows, is navigable for about 12 miles by 60-tons boats ; on both sides of this creek there are bamboo forests on an average of about 2 miles broad, and twelve miles from a good harbour. In attempting to carry out a new industry, Mr. Routledge hoped that the concession he asked for will be granted him on the most favourable terms, as he will have to obtain the co-operation of capitalists before he begins operations. With regard to the royalty to be paid for bamboo and fuel used, Mr. Routledge suggested one rupee for each ton of paperstook manufac-[illegible]red and shipped, and half a rupee on bamboo and other [illegible] used for fuel purposes. The Government of India [illegible] opinion that the payment to be made for bamboos [illegible] regulated by the quantity actually cut and removed. For the first few years the payment may be at a low rate, the royalty being fixed without regard to revenue. It is held by the Government of India that it will be well to srcrifice at the commencement a considerable portion of the revenue, which might be realised by the sale of the bamboos in order to encourage a new industry. The letters and reports have been forwarded to theConservator of Forests for report.

The *Home News* speaks of Dr. Slade's case :—

The proceedings against Dr. Slade, the spiritual medium, were commenced at Bow-street on Monday last (Oct. 2), when the examination of Dr. Ray Lankester by Mr. George Lewis occupied the whole day, the great point brought out being that Slade, while pretending to wipe all trace of writing off the slate, so contrived that when the surface had dried after the wet sponge had been passed over it the writing was visible as before. The charge against Slade is two fold—first, that with Simmons, his secretary, he imposed upon certain of Her Majesty's subjects by subtle craft and devices ; secondly, that the defendants contrived or conspired together to obtain money by various false pretences or devices. If the first charge is proved, Spiritualists will henceforth occupy the same position in the eye of the law as ordinary fortune-tellers. If the second is proved it will have practically been decided that by the tricks and artifices of a common conjuror, Dr. Slade has endeavoured to make people believe that he can hold converse with the world of spirits, and that his co-defendant has knowingly aided in the furtherence of the imposture, by getting appplicants for a *seance* into talk before introducing them to the chief operator, by worming from them secrets of which the other might make use, and in other ways acting as Dr. Slade's confederate and henchman.

If there is any truth in spiritualism this prosecution will only help its growth.

The worthy son of Ranjeet Sing it seems very worthily employed in his adopted country :—

A bet was recently made that the Maharajah Dhuleep Sing would, in the course of the first fortnight in September, kill a thousand partridges with his own gun. The Maharajah went out nine times in these two weeks, and destroyed in all one thousand one hundred and twenty-five brace, slaying in the course of a single day seven hundred and eighty birds. *Apropos* of the Maharajah, the *World* says that the display of emeralds in his house in Norfolk is something extraordinary, the precious stones being strewn about promiscuously, "put away in old pill-boxes, and screwed up in crumpled pieces of paper."

Are we not paying this Christian gentleman two lacs per annum that he may shoot partriges in the glens of Scotland ? This money is so much robbed by the Government from a helpless people.

For the information of our readers, we extract the following which pretty clearly shews the *animus* which Englishmen are wont to hear towards native publicists of the land :—

"The most preposterons fabrications, the wildest "canards", find instant publication so long as they are directed against some one in authority—Governor-General or railway clerk, chief judge of the High Court or deputy-commissioner, they all come in for the same rampant abuse when occasion serves. Whenever it does not, when no member of ruling race has done anything which can be tortured into even a semblance of tyranny, the native journalist's powers of invention are called into exercise, and in at once concoct some hideous indictment. So stupendously improbable are these libels that they would never gain a moment's credence with the most ignorant classes of our own population. Not so in Hindustan. The native mind outside the informing influence of the chief centres of European life is capable of believing any fiction, however absurd, provided it be given forth with an air of authority. If a vernacular newspaper were to declare that the Viceroy caused poison to be given to some Rajah or Nawab, who had died suddenly, the intelligence would be forth-with disseminated form village to village without a single voice being raised to question its truth. This is a leading characteristic of the native mind—a mervellous receptivity for fable—and with it we must make account when legislating for a population so prone to credulity."

Further on, the writer observes :—

"Some five years ago this fact forced itself upon the attention of the Indian Goverument, which thereupon added a new section to the penal code. By this it was enacted, among other things, that any one who "by word either spoken or intended to be read excites, or attempts to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India," should be liable to punishment varying from simple fine to transportation for life. Here, then, we have the antidote for the disease which, to all appearance, is hastening the fulfilment of Sir Thomas Munro's prediction, that a free native Press would eventually originate a tremendous revolution "which will, by the premature and violent overthrow of our power disappoint all our hopes and throw India back into a state more hopeless of improvement than when we first found her." Unfortunately, the remedy is rarely applied—so rarely as to form no real deterrent."

It is useless to dwell upon the arguements raised, which are as groundless as the premises on which they are based are false. The Native Press, since its organization, has been the constant subject of attack and the object of enmity and presentation to all tyrants who hate the light because their deeds are evil." The efforts of native Journalists, have been stifled by the aristocratic directors of an overgrown and bloated Government, by legislative enactments. The despots of India knew full well that their deeds could not stand the scrutiny of the public eyes, and that the native press was the most efficient disseminator of that knowledge which is to lay open their secret ways ; and they did not therefore hesitate to sacrifice freedom that they might continue their system of oppression and misrule. Not content with limiting the extent of the sphere of the press, and to the utmost of their power, virtually denying to the poorer and more industrious portion of the native community any knowledge of public affairs, no threats are spared to intimidate this formidable enemy to bad Government, to turn the remaining portion of its strength to their own uses and to make it merely the organ and tool of a despotic Government.

A correspondent from the Coimbatore District writes :—

In the year 1862, a Deputy Collector on General Duties was appointed for this Northern Division of this District constituting 2 Talugs Sathiamangalam and Collegal. In the year 1866, another Deputy Collector on General Duties was appointed for the Southern Division of the same District constituting 2 other Talugs Erode and Bhowany. In the year 1874, the Southern Division was abolished owing to reduction in the district made by the Madras Government. As the Deputy Collector of the division was a European, he at once requested the Collector to reinstate him and the whole staff of his office, in place of the Deputy Collector Northern Division who was ordered to revert to his permanent post of Tahsildar, and that of his staff to be transferred to Chingleput District where a temporary Deputy Collector was appointed. The Collector accordingly recommended and the Madras Government accordingly sanctioned. Here your correspondent avails this opportunity to point out the extraordinary way in which the Government sanctioned the transfer of the whole staff of the office attached to the Northern Division and to reinstate that of the Southern Division abolished."

The programme of the Viceroy's tour has been again somewhat altered, and we now learn that he is to be at Dharmasala on the 6th proximo, halting there one day, going thence to Dalhousie, where he will also halt a day, thence to Naphopur (by river), where he remains the 13th and 14th, to meet the Maharaja of Kashmir. On the 15th, the passes through Lahore, changing from the broad to the narrow guage line. The lines of the latter have been brought into the station of the Sind, Panjab, and Delhi Rail way Company, so that His Excellency will only have to step from one carriage to another, instead of having to walk over to the Panjab Northern State Railway station. He is to arrive at Peshawar on the 19th November, after which the route originally proposed will be adhered to.

The *Native Opinion* thus talks of vanadalism in Lahore :—

Not far from the Shalimar gardens there is a group of buildings, containing the remains of a palace, and the mausoleum of a Begum for which it is surnamed Begum poor. The place contains also a mosque which is a good specimen of Moghul architecture and remarkable for its enamelled tiles like the tomb of Sultan-Begum. Europeans have ferreted out this place and it is no longer safe, bricks are being removed, the whole locality is being mined, and the numerous holes dug in all directions becoming reservoirs of water during the rains, will soon cause the walls to fall. The railways have in many parts of India become the final resting places of interesting architectural remains, which being considered only as so much rubbish serve, to fill embankments of Japs where a quantity of materials is needed.

It is rumoured that the Amir of Cabul is to attack Bajour ; the people of Bajour are making preparations and looking abroad for assistance.

The 80-ton gun will prove to be a terror to evil-doers, but scarcely a praise to them that do well, and have the misfortune to reside at Shoebury, in the neighbourhood of its discharges. The atmospheric wave spreads round the vicinage of the discharge in a singularly unpleasant mode, breaking windows, smashing doors, scattering roofs, and, even, we learn, unhinging gates. The barracks are tottering, and the place looks as if it had been shelled continuously. It is some satisfaction that this is but a trifle to the injury it is likely to cause the enemy. The very idea takes one's breadth away. Conceive a cannon carrying for five miles a projectile, in weight 1,600lbs., driven by nearly 400lbs. of powder ! And a bigger gun by 19 tons has gone to Italy ; while the Woolwich artificers dec are themselves ready to work up to a dead weight of 300 tons. Anyhow, the long vexed problem of offence and defence seems solved ; and there may be no necessity to build any larger ships as experience goes at present. No iron-clad, extant or projected, could stand such a shot as that quoted, and remain before a fort to receive it. In the long run, the tendency of such a gigantic armament will be naturally to diminish the number of wars, and decidedly to make them terrible, short, and decisive.

The annexed chivalrous story is from Commander Telfer's new Book on the Crimea and Caucasia (King and Co.):

During the struggl in the Caucasus, a fort garrisoned by a deitachment of the 77th Regiment of the Russian Line, under Captain Lico, was thoroughly invested by the enemy with superior force. It being filled with *materiel* of war, which would have been invaluable to the foe, the commandant refused all terms of surrender, preparing for the worst, and the Circassians for the assault. Thus hard pressed, and with no prospect of relief, Captain Liko resolved that the victory should be dearly bought, and thereupon called for a volunteer to apply a match to the magazine as soon as the mountaineers should have gained possession of the place. Whereupon a private, Arhippe Ossipoff, stepped sharp to the front and undertook the desperate task, and when the Circassians eventually mastered the place after a deadly struggle, a terrific explosion took place, destroying the entire Russian garrison, and leaving few of their adversaries to tell the tale. The late Emperor decreed that the name of the hero should for ever muster on the strength of the 77th. The best conducted man on the roll is directed by the C. O. to assume the name. When the Sovereign reviews the corps, it is the practice, when he passes where the deputy is in line, to inquire from him, with apparent surprize, where the veritable Ossipoff is. Then his representative answers : "Arhippe Ossipoff died for his country and to the glory of the arms of Russia."

Such devotion was an every day occurence with the Rajpoots doing their struggle with the Mahamedans.

According to the local *Gazette* :—

"The acreage of the famine area in the Deccan is 26,255,181, of which 13,299,390 acres or rather more than one-half are cultivated. (The last figures do not include the cultivated land in the Dharwar Collectorate.) There are 6,397,812 acres uncultivable.

Print[illegible]nd published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatter[illegible] Bagbazar, Calcutta.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY, NOVEMBER 2, 1876.

We understand that the first meeting of Viceregal Council at the Presidency will be held about the 15th proximo, when in all probability the bill to extend the jurisdiction of Presidency Magistrates will be taken up and discussed.

———ooo———

The enlightened Maharajah Holkar of Indore will send two pupils to the proposed Agricultural School at Sydapet, Madras. These pupils will get Rs. 25 a month for three years and Rs. 100 for the purchase of books. The students will be examined in Madras before admission, but they must be Mahrattas.

———ooo———

Would to Heaven that it were true what Mr. Whitfield announces. He says he has discovered a new process of manufacturing yarn directly from seed cotton. There can be no competition away from the cotton fields for seed cotton will not bear transportation. Mr. Whitfield is already doing a profitable business.

———ooo———

We give a hearty welcome to Dr. Prosanna Kumar Roy, our distinguished countryman who has just come back from Europe. The man who could gain the esteem of such eminent men as Carpenter, Fraser, Robertson, Martineau, Calderwood, Foster, Williamson, Huxley, Duncan, Rutherford, and Morley surely deserves well not only of his own countrymen but of all those who place any value upon scientific attainments. Long may he live to do good to mankind, especially his own countrymen.

———ooo———

The following letter from Nobin Chandra Banerjea, to us we daresay will be read with interest :—

I beg you will allow me a corner in your esteemed journal to express my deep sense of gratitude to my fellow countrymen and other gentlemen who sympathised with me in my misfortune and exerted themselves with such persevering energy to move the authorities to release me from the misery to which I had been doomed. I need not state that there is no blessing on earth I could more highly appreciate than my liberty, which these kind-hearted gentlemen have procured for me. An exile from my native country with a gloomy future before me, with no prospect of seeing the cheering countenance of a friend or relative even in the last moments of my life, death itself seemed more welcome to me than the life of a convict. From such a prospect and from such despair have my sympathisers delivered me by their repeated appeals to a benign Governor whose heart relented towards the penitent on whose behalf he was memorialised. In the earnestness of my heart—I offer my humble thanks to this kind ruler for the compassion he has shewn me and to you Sir for the warmth with which you have advocated my cause. I have been rescued from slavery through your united efforts and restored to society, of which it will be my constant aim to render myself a worthy member, so that my benefactor shall not have cause to regret their action.

———ooo———

We take the report of the following two cases from Tuesday's morning Papers :—

Messrs. Mackintosh, Burn and Co., through one of their durwans, charged a bearer in the employ of Mr. Walker, with the theft of a quatity of wood and a bucket, the former belonging to the firm, and the latter to the durwan. The prisoner admitted the charge. He was arrested by a native policeman at 21 at night and brought to the firm, where the properties were identified. His Worship sentenced the prisoner to six weeks' rigorous imprisonment.

Frank Mendes, the prisoner, who was on last Saturday sentenced to a whipping of seven stripes for being in possession of a coat belonging to a seaman, was again brought up this day charged with stealing another coat belonging to Jas. Edgar, a seaman, who missed it at the Seamen's Friend Hotel. The defendant stated that he received it from one Billy Barraud.

He was sentenced in this case to one month's rigorous imprisonment.

May we inqnire on what principle was one sent to 6 weeks and another to one months imprisenment? They both committed theft and the one who committed it twice and denied his guilt was more leniently dealt with than the native who had the frankness to admit his first crime.

———ooo———

The following is from the Lahore Journal :—

We fancy that the following account of a case would puzzle even Lord Lytton. A man was brought in to one of our civil stations a short time back accused of having caused the death of his cousin. He was walking out feebly one day to look at his fields, leaning on a stick, for he had had the fever very badly and was very weak, when his *rakha* (watcher) said to him' "you complain that I allow people to cut and carry away your grass, but how am I to prevent your own people from doing it," pointing to a cousin of his master's, who was cutting some grass just then. The owner of the field tottered up to his cousin, who was deaf and had been suffering for some time from a hacking cough, and gave him a slight push. The spectators knowing that both men were near death's door, were not surprised to see both fall down. But after a little while, they found that one man was dead. When the case was gone into, the medical opinion was that both men had been suffering from the very worst form of spleen disease, and that the man, who inflicted the blow, was not capable of inflicting grievous hurt ; and that if he had attempted to strike a blow, he would have ruptured his own spleen in the effort.—

There was a certain individual, in a certain place who on a certain time quarrelled with a certain neighbour before certain spectators, and the consequence was that one man died. What has Lord Lytton to say to the above? Surely, the noble Lord has been at last fairly cornered !

———ooo———

One Doctor Brown was sentenced to imprisonment in England for stealing money from a dying patient. This gentleman was seen the other day quarrelling with Major. Hewlett in Bombay. At Nassick he quarreled with Mr. Magistrate Elliot who was not to be trifled with. Browne was immediately arrested at midnight and then and there fined fifty Rupees. Unable to pay the fine he was sent to prison, some native gentlemen raised a subscription and released him. He was then arrested for insanity but was released. This gentleman whom the natives released is said to be the Editor of the notorious *European* who was the other day hauled up for drunkenness. We don't know whom to praise most, the Magistrate who tries his own case or the Doctor who abuses the natives in his paper who released him from prison.

———ooo———

THE MUNICIPAL BUDGET.—The Municipal Budget that will be submitted at the next meeting of the Commissoners of Calcutta, discloses not only curious facts and figures, but the manner in which the tax-payers have been hitherto sold. The Chairman wants to increase the house rate from 7½ to 10 and the water rate to 5 per cent ; at least that is his apparent intention. It may be all a joke, his real intention being to demand seventeen annas that he might get hold of the Rupee. He might have felt that, *apkawastesim* is perhaps at an end, and it is better to make a large demand that the Commissioners might after deductions at least leave him a sufficiency. But if it was seriously intended to fasten upon the already overtaxed rate-payers an additional burden of several lacs, all we can only say is that Sir Stuart Hogg is very bold. Now the greatest difficulty of increasing taxation in India is to find means how to spend it. This difficulty was generally felt by our financial ministers when it was thought that the Indian Revenues were capable of indefinite expansion. Now Sir Stuart Hogg demands a few lacs more and if asked why this additional demand, he is prepared with an answer. He has here closely followed our Imperial Financiers and we shall shew with what jugglery he means to let this large sum evaporate.

There are certain items of income which are comparatively sure while others are more uncertain. For instance the land revenue is more certain than revenue derived from stamp duties. The House rate is more certain than fees on trades and profession. Now all sorts of manipulation is possible in uncertain sources of income. The budget estimate for the last year, of fees from trades and licence, was two lacs and fifty four thousands. The actual collection in the preceeding year shewed a larger amount. But this year Sir Stuart estimates it at four thousand Rupees less. If you ask why this lesser estimate, Sir Stuart will tell you that this source of income is uncertain, and it is always safer to leave a margin. Thus he reduces not of the items of these uncertain sources of income and shews a deficit. And how is this deficit to be met with? Of course by additional taxation and thus the Chairman proposes to increase the Water and House rates.

There is another way of shewing a deficit, it is by shewing an increase in the items of Expenditure. Take for instance the small item of Furniture. The actual cost on that account was Rupees 197 in 1875. Last year the estimate was 500 and this year it is one thousand The Licence Office Establishment and. Trade Refuse Department actually cost something less than nineteen thousand Rupees, and the estimate for this year is more than twenty one thousand and five hundred Rupees. It is quite true in some instances the Commissioner shews a decrease also but it only serves to throw dust in the eyes of the people. The figures are only cleverly manipulated, that is all. For instance he shews in his Budget only Rupees 23,496 for the Health Officers Department while the actuals of 1875 shew 28,306. But as a matter of fact he proposes Rupees 36,372 for the expenses of that department and he manages this, by shewing the expences under two different heads in two different places.

But there is yet another way of shewing a deficit. It is to shew a balance and is done in this way. The Chairman demands two lacs but cannot shew a larger expenditure than one lac and fifty thousands. What will you do with the excess fifty thousand, asks the ratepayer. And the Chairman says that, he does not mean to carry the amount home, but that it will be credited in the name of the rate payers, and entered in the account. "But why do you then want this fifty thousand more if you dont want it, it had better remain with us, again says the rate payer. The Chairman says that, everything human is imperfect and even his Budget Estimate is not a perfect thing. He might have made mistakes in his estimates and it is safe to have something in hand. The Chairman only omits to mention one particular. It is this : that he took particular care to take that circumstance into his account when he put down each particular item. For instance the actual expences incurred in 1875 for lighting was Rs. 2,13,549 and he has proposed to increase the amount to Rs. 2,42,748. Now his ready answer when he is taxed with this increase is the same again, that he must have something in hand to cover the possible defects of his estimates. This is not fair. If the Chairman wants a balance in hand he must strictly abide by the actual expences of the previous year. But if he shews an increase in each item, he must shew that the accounts square accurately. The Chairman expects a balance of Rs. 84,000 in the general accouut ; 47,252 in the Lighting account, 1,27,432 in the Water account and 24,000 in the Fire Brigade account. It is thus Sir Staurt Hogg proposes to extort 3 lacs of Rupees from the rate payers, a sum, of which he himself says he has no need.

This account of a "probable balance" reminds us of a wild young man in College who always teased his good-natured parent for money. The patience of the parent was at last exhausted and he demanded from his hopeful an account of his expences. There was no help for it, the account must he submitted or no further remittance was expected. He sat down to prepare an elaborate account. He tried all his ingenuity to make the accounts square, he put down what he never wanted, he put down two Pounds where he spent 2 shillings, yet all the items of expenditure put together did not square the accounts—there was yet a large amount to be accounted for. This amount he at last, in despair put down as " item Father, one must live." This "balance" is something like " item Father one must live" When the Chairman is asked why do you shew a lesser income, than the actuals of the proceeding year, he will tell you it is safe to leave a margin. If you ask him why he shews a larger expenditure, he will tell you it is safer &c. &c. &c. If you inquire why this large balance, he will give you the same answer again !

We purpose to enter into a detailed discussion of the Budget in a future issue, let us today take a layman's view of the whole affair. Why does the Chairman want a larger amount this year? There is no extraordinary circumstance which can justify this demand. Yet there are some new works proposed, increase of pay to old servants proposed, and an increase of establishment proposed. Here they are :

New Shed North Gowkhana	Rs.	8,000
Gowkhana contingencies	,,	2,000
New Market Repairs	,,	18,400
Survey of Bustees	,,	10,056
Sanitary Department	,,	5,000
New Machinery	,,	12,500
&c. &c.		&c.

and *some increase of pay to the European* servants of the Municipality :

———ooo———

THE IMPENDING FAMINE AND WHAT DOES IT INDICATE—Frequent famines do not speak well of the statemanship of the British Government. It might do well for a Nadir Shah or a Tamerlane to *loot* a country and leave a famine behind, but the British Government has a permanent interest in India. The Government is primarily responsible for these famines and there is no mistake in that. In days of yore when a famine struck down a Province, the king was not thought fit to govern. Thongh heavens refused rain and might have been the immediate cause of the dearth, yet the Ruler was held accountable for the mischief. In Europe when there is want of bread, the people charge their rulers with incapacity and either cause a revolution or compel them to remove the source of their sufferings. What do these frequent famines shew? They shew the complete exhaustion of the nation. A famine is impossible in England because the English have moneyenough. There, a drought or successive droughts cannot bring about a famine. They have money enough to draw grain to their shores from all parts of the world.

In certain respects the progress of the contry is undoubted. We have B. As, and M. As. sufficient to form half a dozen of regiment. We have railways, telegraphs, canals, roads and a good system of postal arrangement. We have a machinery for the administration of criminal justice which is not only competent to keep all the rascals in awe but also three-fourths of the innocent and the good. But for all that the country is getting pooer and poorer : we cant help coming to that conclusion from these frequent famines. Is it a healthy state of things that the failure of a single crop, or a single cyclone should throw the whole nation into consternation? This shews that the people of India live from hand to mouth as the most savage nations, ignorant of the art of agriculture do at the present moment. A famine after a desolating war is excusable. and the famine after the Sepoy war was one what was perhaps inevitable. But all the subsequent famines are to be attributed to one cause, the failure of crops of a single season. And this shews that the pump has been hitherto rather vigorously applied and that India can bear it no longer. The fact itself is self-evident ; these frequent famines, inevitably prove it ; yet we shall just present to our readers a curious paragraph recorded by the Government of Bombay in 1871. The two Districts most severely pressed are Sholapore and Poona and now hear what Goverhmont said in reference to these Districts five years ago. "The Government has read with much concern the

opinion expressed by the Collector of Sholapore, as to the undue pressure of the revised rates, in consequence of which a large quantity of land has been put up for sale in default of revenue much of which found no purchasers. From Poona, the official reports state not only that the amount of land revenue uurecovered was very considerable; but that, in order to realise the amount actually recovered, it was found necessary to sell up many occupancies."

The Government is very generous when actual famine knocks at the door. But what is the good of bringing about a famine and then fighting it? Such acts can only suit a mad man. A contemporary once stated in regard to the late Bengal famine that it was no doubt successfully suppressed, but few such successful battles and the Government would have to wind up its concern. That must be the inevitable result of the peny-wise and pound-foolish policy pursued at present. The policy is to extort two rupees from a person for 5 years successively and then to spend twenty Rupees to keep him alive. This won't do, masters. You must either leave something to the people for use in times of emergency or prepare yourself finally to leave the country or at least to see your fine property vitally injured. We have the great famine of Bengal to guide us, we allude to the famine which almost depopulated this fine Province. The Company flourished and the people waxed poorer; the revenue flourished and the people starved. Even when famine was carrying away village after village, the tax-gatherers were silently collecting their dues and even the famine year shewed the largest balance. But finally came the crash, the fine property seemed at the point of slipping away from the hands of the Company and it finally recovered by the concession of the Rent Acts of 1793.

Certain Anglo-Indian Journals talk of the sentimentalism which is pervading the upper classes of our rulers. To them the barest justice done to the people of the soil is a bad policy and an injustice done to the conquerors. But it is not sentimentalism which moves the lords who hold our destiny in their hands, it is a far-seeing policy. They see further than their detractors do. Their detractors proceed from the basis of utter selfishness, and though we have no right to say that our Rulers who shew symptoms of generosity, proceed from the same basis, yet we can safely assert, that selfishness demands that the duck must not be killed outright. Would you starve the milch cow? What would be the result if you do, you will only get a lesser quantity of milk? If you want milk, you must provide the cow with fodder, if you want a still larger quaniity you must feed the cow still more generously. Now just see how a few districts in Upper Bengal cost 6 millions of Sterling to Government. This was so much loss to Government, dead loss. But do you think that the Government profitted from those Districts as much within the last fifty years? Do you think that Government would be able to recover its losses from those Districts? The probability is, if things are allowed to go on in this way those very Districts might cost Government another 6 millions within the course of twenty years.

The Bombay Government has already asked a crore of Rupees and we do not know what Madras might require. The finances of the Government are not in a flourishing condition and this is owing to the late famine of Bengal. The only way to remedy the evil is to tax the people. But the nation shews signs of exhaustion. And as such it will not be advantageous to tax the people, for it will increase the frequency of the famines and ultimately ruin the Government itself. This is then the present state of affairs. Fortunately the resources of a large Empire are at the command of our Rules, and it is from that circumstance, they have been yet able to hold their own. But in spite of these resources, the Government is waxing weaker and weaker. Every victory over a famine leaves us prostrated, and far-seeing statesman even doubt whether the much vaunted victory is a victory at all. At any rate few such victories and the Government will find itself a bankrupt. Fortunately again, we have had hitherto to deal with local famines and it is only due tc an accident that larger tracts were not striken simultaneously in all parts of the country. Is there anything preposterous in that supposition? Bengal, the fairest Province in India was stricken only two years ago. Bombay, the next best, and Madras, where there are few middlemen to put down the tenanty are threatened this year. Where then is the impossibility that the other poorer Provinces of India, should also suffer at the same time? In the thickly peopled districts of the North West Provinces and Oude, we have a partial famine almost every year. There of course a famine is not an impossibility. These local famines are gradually impoverishing the Government, and if measures are not timely adopted will ultimately lead to its ruin, but if it pleased Providence to inflict us with a wide spread distress, it would fare very ill with the people and the wise nation which holds our destiny.

The British nation has been ruling this continent for 125 years. May we inquire how much money was drained from this country, in various ways, within that period? It must be a large sum indeed, larger than what the French paid te the Prussians or any nation to another. India has enriched England, so that England is the richest country in the world, perhaps richer than Rome was in the heydey of her glory. Is it asking too much if we now pray for respite? The country shews signs of exhaustion, let it have a respite and thus revive and them the pump can be again applied. Is it or is it not a fact that India is the poorest country in the world? Is it or is it not a fact that India is more extravagantly governed than any other country in the world? Is it or is it not a fact that India is governed by aliens, who carry to another part of the world, the money they earn here? The result must be inevitable. England was not conquered by the Maharattas, Seik, or Sepoy, but she will at last full a prey to her own inordinate greediness.

As a poor country let India have a less expensive government. If England has any mission here it is not to force civilization upon us, but to make the people happy. But the people are not happy. They are treated with bonbons for which they have no taste, no appetite and no power of digestion, but when they cry for bread and water they are not heard. They talk of civilian grievances, broken pledges, sentimentalism and so forth. Every one who expects 5 thousand must grumble if he is only offered four, but it is for the responsible Rulers to see, whether or not, it is far more preferable to retain India, and suffer the civilians to grumble, or to lose it and keep them in contentment for a certain number of years.

———oo———

MENTOR PARODIED IN COUNCIL.—Professor Clifford, in the *Contemporary*, speaks of "tribal piety." There seems to be quite a plethora of that commodity in the Anglo-Indian world, only the "tribe" is not co-extensive with humanity, but is a confoundedly limited concern. It manifests itself chiefly in the wildest of diatribes against Natives of India, particularly against such of them as prove inconveniently progressive. Some idea of the honesty of these denunciations may be formed from the circumstance that they are directed against the "*to be*" as well as the "*not to be*" stage of Native progress. What is extolled as a qualification, when it is not a Native possession, is decried as a disqualification as soon as the Native happens to command it. And the beauty of the thing is that, in the strain of blowing hot and cold in the same breath, principles are ventured, which provoke the *argumentum ad hominem* in some of its scathing forms.

Such is the spirit of Mr. F. R. Cockerel's estimate of the Native judicial officers of Bengal, at a late sitting of the Supreme Legislative Concil. Mr. Cockerell develops his conclusions from a premise which we should like to see him apply universally. As one of the essential qualifications for a successful jndge, he specifies, at starting, "the good judgment, tact and discretion which result from a thorough acquaintance with the habits, thoughts and feelings of the masses of the people, and a cordial sympathy with their customs and usages." Whether this is a valid test, and whether the Native judicial officers of Bengal can afford to stand it, we shall consider by and bye. But Mr. Cockerell must be presumed to believe in the validity of his own test, and it is not for him to begrudge our application of it to the English judicial officers of Bengal. We are aware that such as he are enough to escape the *argumentum ad hominem* by putting a bold face upon it and negativing, for the nonce, the dictum of common sense, "what is sauce for the gander is sauce for the goose." But logic is impersonal, and Mr. Cockerell must abide by the legitimate conseqnences of his deliverance, whether he will or not. Well, where is the English judicial officer in Bengal, who can pretend to "a thorough acquaintance with the habits, thoughts and feelings of the masses of the people, and a cordial sympathy with their customs and usages"? We repeat, Mr. Cockerell, where is he? The whole kith of them stand disqualified, and Mr. Cockerell should say to them, "Brethren, retire!" In this view, we are glad that he says what he says, and his testimony must be accepted by his tribe, as final for themselves.

But Mr. Cockerell does not level his remarks against his own tribe, too sacred as it is for criticism even in the Supreme Council. He has his eye upon the Native judicial officers of Bengal, those of them in particular, who are prepared to measure swords with their English colleagues. We shall quote some of his wise sayings: "Doubtless, the knowledge of law, and indeed general intellectual attainments of the judges of the inferior Courts of present day, were very superior to those of the judges who had gone before them, and this superiority was probably universal. *** Now his own personal observation had led him to think that the circumstances in which the youth of the present time attained this improved legal knowledge and superior mental and intellectual culture were such as to unfamiliarize them with the character, customs and feelings of the majority of their uneducated or imperfeetly educated countrymen, and to place them out of harmony with their most cherished usages and prejudices. *** The circumstances in which the high class education and superior intellectual acquirements of the young men of the present day were obtained—he referred to their separation from their homes and dwelling in large towns within the precincts of the higher class educational institutions, their aspiration for proficiency in the English language and literature so zealously persued, that they not only habitually wrote and spoke but might be said almost to think in English, and their generally anglicised tone and disregard of the restrictions imposed upon them by the caste regulations and religious tenets of their forefathers—had a decided tendency to estrange them from the mass of their countrymen; and that the highly educated young man of the modern school, in Bengal, was in effect almost as foreigner to the orthodox members of his race as the European himself." The finishing off of Mr. Cockerell's observations, contains, we suspect, the secret of his wild position. The superiority of the English judicial officers of Bengal, has been broadly challenged even by an Anglo-Indian contemporary, and challenged on the score of certain ethnic and similar drawbacks necessarily attaching them. And Mr. Cockerell's retort is, the Native judicial officers of the present day, are no better on that head. Unfortunately for Mr. Cockerell, he has risked a position which brings him no gain. What will Mr. Cockerell have—educated or uneducated Natives for judges? We should ask rather, what should the country have—educated or uneducated Natives for judges, for their is no questioning what Mr. Cockerell *will* have. He *will* have uneducated Natives for judges, now that educated Natives have made the country too hot for Anglo-Indian snobs. And then, when uneducated Natives are in as judges he *will* have them out on the score of unfitness. Thus both educatod and uneducated Natives thrown out of the service, he will have the monopoly of it for his snobbish brethren, who may then take their ease. Well, the question is not what Mr. Cockerell will have, but what the country should have. Doubtless, the country should have educated Natives for judicial officers, all that Mr. Cockerell has to lay to their charge notwithstanding. Englishmen are in the habit of reprenting the development of certain natural sequences in India as if it were exceptional and abnormal. The influence of education is the same all over the world and the discrepancy between the educated and the uneducated is as marked elsewhere as it is here. If the disparity is a drawback, it operates as such everywhere, and cannot mean any thing peculiarly obnoxious in this country. It is idle, therefore, to insinuate that the educated of this country are, in any special sense, unfitted by their very education, for the successful administration of justice. If Mr. Cockerell's test, therefore, implies that an educated Native cannot be a successful Judge, before as a condition precedent, undoing all the natural sequences of his education, however much the retrogression may be palatable to men of Mr. Cockerell's stamp, it is a palpable absurdity. But, if it implies that in order to succeed as a Judge, the educated Native, while preserving in their integrity, all the genuine fruits of his education, should be familiar with the people, and feel sympathy for them, it is a valid proposition. But the test, thus under stood, the educated Native of the present day can afford to stand even in the face of the most captious of observers. Mr. Cockerell argues from tendencies; we argue from facts. Perhaps the tendencies of education in England are such as Mr. Cockerell makes them out, but they are otherwise here. Our educated countrymen do not despise the masses, but would appear to have vowed to live for the masses, and to fulfil all the conditions of that life. Their education has only strengthened their national attachment, and if sympathy for the people and the country are in requisition, why, that is the very be-all and end-all of our educated countrymen at the present day.

———ooo———

THE FAMINE.—The accounts from the famine districts are not cheering. They may not be pleasant reading but yet if we cannot help our brethern in the South we can at least sympathise with them. The following telegrams from the Bombay government to the India government convey very alarming news, something like the one telegraphed by Sir Richard Temple from Behar, when deputed to inquire into the matter. "Distress rapidly increasing and prospects becoming worse in Eastern Districts of this Presidency. Almost inevitable that large relief works must be sanctioned immediately out of Imperial Funds. The proposed railway from Dhond to Manmad will afford employment to three districts, and everything is ready for commencement in certain portions of the line. Authority to begiu in case of necessity earnestly requested withont delay.

I must beg for an instant answer respecting the Dhond and Manmad Railway. The distress is very severe in those districts and the people are becoming disorderly. Local Funds are, it may be said, already exhausted. Government must help."

We cull the following particulars from the local Papers and just present to our readers an idea of the nature of the calamaty and the means adopted for relief.

পূর্ব্ব হইতে উল্লাস করিতেছেন। আমরা ভরশা করি রায় রাজীব লোচন এই উপলক্ষে কোন সম্মানসূচক পদ প্রাপ্ত হইবেন। রাজীব বাবুকে সম্মান করিলে মহারাণী স্বর্ণময়ীকে সম্মান করা হইবে। মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে দানশালীনী হইলে তিনি যদি রায় রাজীব লোচনের ন্যায় মন্ত্রী না পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার অর্থের এরূপ সদ্ব্যবহার হইত না। এই উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট আর একটী কার্য্য করিতে বোধ হয় বিস্মৃত হইবেন না। রাজা কমল কৃষ্ণের প্রতি গবর্ণমেণ্ট বরাবরি তাচ্ছল্য দেখাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের যদি দান শীলতা ও কীর্ত্তিবান দেখিয়া রাজা উপাধি প্রদান করার রীতি থাকে তাহা হইলে রাজা কমল কৃষ্ণকে এত দিন এই রূপ সম্মান করা উচিত ছিল, যদি বংশ মর্য্যাদা দেখিয়া এই রূপ সম্মান করা রীতি থাকে তাহা হইলে ইহার অগ্রে বাঙ্গালার আর কাহারও এই সম্মান প্রাপ্ত হওয়া উচিত কি না তাহা আমরা জানি না। যদি দেশের মধ্যে পদ মর্য্যাদা দেখিয়া রাজা উপাধি দেওয়ার রীতি থাকে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে ক্রটী হইয়াছে। রাজা কমল কৃষ্ণকে এত দিন এই রূপ তাচ্ছিল্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়াছেন। যাহাকে বঙ্গবাসীর অধিকাংশ আপনাদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলে সে তাচ্ছিল্য প্রায় প্রজা সাধারণের উপর দেখান হয়। যদি এম্প্রেস উপাধি গ্রহন কালে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করা উচিত হয় তাহা হইলে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট রাজা কমল কৃষ্ণকে কোন সম্মান সূচক পদ প্রদানে বিরত হইবেন না। যখন পাটনায় দুর্ভিক্ষ সবন্ধে দরবার হয় তখন সার রিচার্ড টেম্পেল বলিয়া ছিলেন যে দুর্ভিক্ষ সবন্ধে যাহারা দান করিয়াছেন তাহার অনেককে গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি কোন রূপ সম্মান প্রদান করেন নাই। আমরা ভরসা করি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না। দুর্ভিক্ষের সময় কাসিম বাজারের বাবু অন্নদা প্রসাদ রায় আজিম গঞ্জের ধনপতি রায় বাহাদুর লছমি পতি রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনেকে দুর্ভিক্ষের সময় বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন অথচ গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে কোন রূপ সম্মান প্রদান করেন নাই।

দিল্লীর দরবারে ৯৮ জন করদ ও স্বাধীন রাজা নিমন্ত্রিত হইবেন। এই রূপ রাষ্ট্র যে নেপাল হইতে জং বাহাদুর আগমন করিবেন কাবুল হইতে আমীর আগমন করিবেন। উপস্থিত রাজাদিগের মধ্যে জং বাহাদুর, কাবুলের আমীর, হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং বরদার গুইকোয়াড় প্রভৃতি সম্মানসূচক ২১ তোপ পাইবেন। হলকরের, সিন্ধিয়ার, মহিশুরের, কাশ্মীরের উদয়পুরের, ত্রিবাঙ্কুরের, জয়পুরের, কোলাপুরের মহারাজারা এবং ভুপালের বেগম ১৯ তোপ পাইবেন। অবশিষ্টের মধ্যে ১০ জন ১৭ তোপ, ১৭ জন ১৫ তোপ ৬ জন ১৩ তোপ, ৩২ জন ১১ তোপ, ১০ জন ৯ তোপ ১ জন ৭ তোপ, এবং কয়েক জন মোটে তোপ পাইবেন না। এতদ্ভিন্ন লেফটেনেণ্ট গবর্ণর, সেনাপতি প্রভৃতি ও তাহাদের পদোচিত তোপ প্রাপ্ত হইবেন এবার তোপ ধ্বনিতে যে বারুদ দগ্ধ হইবে ইহাতে ইংরাজেরা সম্ভবতঃ একটী বৃহৎ রাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন তবে এ তোপধ্বনিও বারুদ বৃথা ব্যয় হইবে না। দিল্লীশ্বরের পদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা প্রায় দুই শত বৎসর নানা রূপ যত্ন করিতেছেন এইবার সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন। এ পদ নিতান্ত সামান্য নহে। দেব বাঞ্ছিত পদ। ভারতবাসীরা সজীব ও সবল থাকিলে, শুদ্ধ ইংলণ্ডের নহে সমুদয় ইউরোপের ও বারুদ আছে তাহা দগ্ধ না করিলে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এই পদ প্রাপ্ত হইতেন না। এ দেশের লোক স্বাধীন পরাধীন বড় অনুভব করে না। যদি মুসলমানেরা অত্যাচারী না হইতেন এবং দুর্ব্বল হইয়া না পড়িতেন তাহা হইলে হিন্দুরা হয়ত চিরকাল সুখে সচ্ছন্দে মুসলমানদিগের অধীনে অবস্থিতি করিত। ইংরাজেরা এখন যে রূপ দিল্লীশ্বর পদে আরূঢ় হইলেন তেমনি বিধাতা করেন তাহাদের ভারতবর্ষবাসীদিগের উপর আত্মীয় স্বজনের স্নেহের উদয় হয়। তাহারা যদি ইংলণ্ডের প্রজাদিগকে যে রূপ সুখে সচ্ছন্দতার সঙ্গে রাখিয়াছেন যদি ভারতবর্ষবাসীরা সেই রূপ সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পারে তাহা হইলে ইংরাজেরা যে দেব দুর্লভ পদে আরূঢ় হইলেন চিরকাল না হউক দীর্ঘ কাল এই পদে অবস্থিতি করিতে পারিবেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সম্বাদ পাই যে সার্বিয়ার সঙ্গে তুর্কির যে যুদ্ধ হইতে ছিল তাহা স্থগিত হইয়াছে এবং তুর্ক ও সার্বিয় উভয় রাজ্য ছয় সপ্তাহের নিমিত্ত যুদ্ধ স্থগিত করিতে সম্মত হইয়াছে কিন্তু কল্যকার টেলিগ্রামে এই বার্ত্তাটী প্রকাশিত হইয়াছে। "যেখানে যুদ্ধ হইতেছে সেখান হইতে তারযোগে বিশেষ যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে এই রূপ প্রকাশ যে ডিজনিস নামক স্থানে তুর্কেরা জয়ী হইয়াছে। সার্বিয়ার সৈন্যদল সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়াছে এবং সৈন্যরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বেলগ্রেড নামক স্থানে লোক ভয়ে পলায়ন করিতেছে। প্রিন্সমিলমান প্রান্তরে গমন করিয়াছেন।" আবার সেণ্টপিটার বর্গ হইতে তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে "রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের তুর্কিস্থিত রাজ দূতকে আদেশ করিয়াছেন যে তিনি তুর্কির সুলতানকে বলিবেন যে সুলতান ছয় সপ্তাহের নিমিত্ত যুদ্ধ স্থগিত করেন এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি তিনি ইহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে রাজদূত সুলতানকে বলিবেন যে রুশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত তাহার যে সম্বন্ধ ছিল তাহা রহিত হইল এবং রাজদূত তাহা হইলে কনষ্টেণ্টিনোপল পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিবেন।" আমরা ইউরোপ হইতে দুই এক দিন এই রূপ সম্বাদ পাই যে, আমাদের বোধ হয় বুঝি এতক্ষণ ইউরোপ যুদ্ধানলে ছার খার হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু আবার তাহার পর দিন দেখি কিছুই নহে। আমাদের দেশের মল্লের যুদ্ধ যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা জানেন যে মল্লেরা হস্ত কৌশলে কিরূপ বিপক্ষের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করে। বোধ হইতেছে যে, এই বার বুঝি ইহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে কিন্তু পরক্ষণে দেখা যায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই অপিচ দুই জনে দূরে সতর্কের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া উভয় উভয়ের হস্ত পদ সঞ্চালন পরীক্ষা করিতেছে। বীরদিগের এরূপ কৌশলে যত গুণপণা থাকুক কিন্তু দর্শকেরা বিশেষতঃ যে সমুদয় দর্শক ইহাতে কি গুণপণা আছে তাহা না বুঝেন এরূপ বিলম্ব দেখিলে তাহাদের আর ধৈর্য্য থাকে না। ইউরোপীয় যুদ্ধের নিমিত্ত অনেকের এই রূপ অধৈর্য্য উপস্থিত হইয়াছে। যাহাদের এই রূপ অধৈর্য্য হইয়াছে তাহাদের ইহাই বলিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে অশুভ কার্য্যে যত কাল হরণ হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

বিজ্ঞাপন।

EAST INDIAN RAILWAY.

IMPERIAL ASSEMBLAGE AT DELHI.

On and from 1st December next, an extra Passenger Train will run daily between Allahabad and Delhi, in connection with the present Mixed Train between Howrah and Allahabad, which now terminates at Allahabad.

For further particulars, see Hand-bills in course of circulation.

Horses and Carriages will not be conveyed by any of the Fast Mail Trains running between Howrah, Allahabad, Jubbulpore, and Delhi, from 1st December to 31st January next; they will be conveyed by the Mixed Trains, and early arrangements should be made for their despatch.

During the month of December and up to 15th January, the Company will probably be unable, owing to pressure of traffic, to comply with demands for reserved accommodation.

BRADFORD LESLIE.
Agent and Chief Engineer.
Calcutta, 31st Oct., 1876.

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

দিল্লীর রাজ সভা।

আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে আরোহীদিগের নিমিত্ত এক খানি অতিরিক্ত ট্রেন প্রত্যহ এলাহাবাদ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত গমনাগমন করিবেক, আর হাবড়া ও এলাহাবাদের মধ্যবর্ত্তী যে মিশ্রিত ট্রেন এলাহাবাদে গিয়া শেষ হইয়াছে তাহার সহিত ইহার যোগ থাকিবে।

ঐ সম্বন্ধে যে "হেণ্ডবিল" প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে অন্যান্য বিষয় সকল জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

১লা ডিসেম্বর হইতে ৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হাবড়া, এলাহাবাদ, জব্বলপুর এবং দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী কোন দ্রুত মেলট্রেন মধ্যে ঘোড়া কিম্বা গাড়ী যাইতে পারিবেক না। ঘোড়া ও গাড়ী, মিশ্রিত ট্রেনে লওয়া হইবে ও যাহাদের প্রয়োজন হইবে তাহাদের ইহার শীঘ্র বন্দোবস্ত করা উচিত।

ডিসেম্বর মাস হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাণিজ্যভার প্রযুক্ত রেলওয়ে কোম্পানি সম্ভবতঃ বিশেষ স্থান দিতে পারিবেন না।

ব্রেডফোর্ড লেসলি
এজেণ্ট এবং প্রধান ইঞ্জিনীয়ার
কলিকাতা ৩১ এ অক্টোবর। ১৮৭৬

কর্ম্ম খালী।

আমাদের জমিদারী পরগণে মেছ পাড়ার ॥৴০ এগার আনী তরফের প্রধান কার্য্য কারক অর্থাৎ দেওয়ানের পদ শূন্য আছে। এক জন সচ্চরিত্র হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী উপযুক্ত লোকের আবশ্যক। ১০,০০০ দশ হাজার টাকা পরিমাণ জামিন দিতে হইবে। মাসিক বেতন উপযুক্ততা অনুসারে ৭৫ হইতে ৮০ টাকা পর্য্যন্ত। কার্য্যাদিতে পারদর্শীতা এবং ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। যাহারা জমিদারী কার্য্যাদিতে পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজী বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বিশেষ আইনজ্ঞ তাহাদেরই আবেদন বিশেষ গ্রহণীয় হইবেক। কর্ম্মাকাঙ্খীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের নকলসহ আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

লক্ষ্মীপুর
জেলা গোয়ালপাড়া
আসাম।

Poorendra Prosad Dass Secretary to the 11 annas shareholder Zeminders of Metchaparastate.	Khogendra Narayan Chondhary Woodhub Ram Chowdhoory Zemindars.

নিষ্কর ভুমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক

১৮৭৬ সালের ৭ আইন। ১

মূল্য ..../০ মাশুল....../০

কলিকাতা চিৎপুর রোড। ৩১৯ নং বটতলা। } শ্রীনৃত্যলাল শীল।

সংবাদ।

—সম্প্রতি গয়ার এক জন আসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লবডন সাহেব ব্যাঘ্র শিকার করিতে যান। তিনি ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোড়েন। তাহার লক্ষ্য অব্যর্থ হয় ব্যাঘ্র অনিমিষে আসিয়া সাহেবের উপর লম্ফ দিয়া পড়ে এবং নখ ও দন্তাঘাতে সাহেবকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে। সাহেবের অবিলম্বে মৃত্যু হয়। এ রূপ অবস্থায় যাহার মৃত্যু হয় তাহার নিমিত্ত স্বভাবতঃ অধিক কষ্টের উদয় হইয়া থাকে কিন্তু আত্মীয় বন্ধু বান্ধব স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ বিদেশে আগমন করিয়া এ রূপ অস্বাভাবিক মৃত্যু মুখে পতিত হইলে আরো অধিক কষ্টের উদয় হয় কিন্তু ইহা শুনিয়া আমাদের মনে ত ভয় ও কষ্টের উদয় হয় ইংরাজদিগের ইহাতে তত কষ্ট কি ভয় হয় না। তাহা হইলে তাহারা সাত সমুদ্র পার হইয়া অন্নের নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিতেন না এবং এখানে আসিয়া প্রাণ সংশয় পূর্ব্বক বীরত্ব দেখাইতেন না।

—ভারতবর্ষে যে সকল বিদেশীয় রাজ প্রতিনিধি আছেন, দিল্লী দরবারে উপস্থিত হইতে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

—শুনা যাইতেছে গ্লাডেষ্টন সার্বিয়ার পক্ষ সমর্থন করাতে, সার্বিয়ার রাজা তাঁহাকে গোপনে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

—জন ষ্টাচি, যিনি নূতন ফাইনেন্স মিনিষ্টর হইয়াছেন, সত্বর কলিকাতায় আসিতেছেন। সম্ভবতঃ তিনি দিল্লী দরবারের পূর্ব্বে আগমন করিবেন।

—নেভাডাঙ্গ রৌপ্য খনি আশ্চর্য্য প্রকারে আবিষ্কৃত হয়। এক জন স্ত্রীলোক রাগতঃ হইয়া তাহার স্বামীকে এক খানি রৌপ্য খণ্ড কুড়াইয়া লইয়া মারিতে যায়। উহা রৌপ্য বলিয়া তাহার প্রথমতঃ বোধগম্য হয় না কিন্তু উহার অস্বাভাবিক ভারীত্ব দ্বারা তাহার সন্দেহ হয়। পরীক্ষা দ্বারা উহা যে রৌপ্য তাহা জানা গেল। এই রূপে ক্রমশঃ রৌপ্য খনির প্রকাশ হইল।

—ভারতবর্ষে ১৫০০০০০০, জন মুসলমান আছে। ইহারা সকলি গোঁড়া মুসলমান। খৃষ্টানেরা যেমন যিশুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, মুসলমানেরাও মহম্মদকে তদ্রূপ ঈশ্বর প্রতিনিধি বলিয়া ভক্তি করেন। রোমন ক্যাথলিকেরা রোমনগরকে যে চক্ষে দেখেন, মুসলমানেরাও কনষ্ট্যাণ্টিনোপলকে সেই চক্ষে দেখেন। রোম নগর ধ্বংশ হইলে রোমন ক্যাথলিকেদের যে সর্ব্বনাশ হইবে। কনেষ্ট্যাণ্টিনোপল পতন হইলে, মুসলমানদেরও সেই রূপ হইবে। ইংরাজেরা স্বলতানের পক্ষ যেন ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা ভারি দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইবে।

—ইংলণ্ডে সৈন্য দলে প্রবেশ মানসে নানা প্রতারণা করা হইতেছে। উল্‌উইচ এবং অন্যান্য স্থানে এমন দিন যায় না যে দিন একটী দুইটি সৈন্য গ্রেপ্তার না হইতেছে, যাহাদিগকে পূর্ব্বে কোন না কোন অপরাধে সৈন্যদল হইতে বহিষ্কৃত করা না হইয়াছিল। এক জন প্রতারণা করিয়া দ্বাদশ বার সৈন্য দলে প্রবেশ করিয়াছে।

—১০০০০০০০০০০ এত আঁককে ইংরাজিতে এক বিলিয়েন বলে। ইংরাজেরা কথায়২ এক বিলিয়েন বলেন কিন্তু এক বিলিয়েন কম নয়। বিবেচনা কর এক এক জন এক মিনিটে ২০০ পর্য্যন্ত বলিতে পারে, তাহা হইলে সে ১ ঘণ্টায় ১২০০০, এক দিনে ২৮৮০০০ এবং এক বৎসরে ১০৫১২০০০০ বলিতে পারিবে। এই হিসাবে যদি আদম পৃথিবীর সৃজন অবধি গনণা করিতেন, তাহা হইলে এক বিলিয়েন গনণা করিতে তাহার ৯৫১২ বৎসর ৩৪ দিন, ৫ ঘণ্টা এবং ২০ মিনিট লাগিত।

—সুবিখ্যাত ম্যাক্স মুলার এক খানি পুস্তক ছাপাইবেন, তাহাতে পূর্ব্ব দেশীয় ছয়টি ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব থাকিবে। উক্ত ছয়টি ধর্ম্ম এই। হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, পারস্য ধর্ম্ম, কাংফুচের ধর্ম্ম, লোয়াজের ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্ম।

—সারভিয়ান যুদ্ধের আদিম কারণ জানা ভারি কঠিন। এক জন সংবাদ দাতা দুই জন মুসলমানের প্রমুখাৎ এই যুদ্ধ বিবরণ শুনেন। তিন মাসের অধিক দিন গত হইল, এক দল সারভিয়ান বেলজিরিয়া প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মুসলমানদের প্রতি ভারি অত্যাচার করে। তাহাদের গৃহ সমুদয় অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করে এবং যে মুসলমান সম্মুখে পড়িয়াছিল, তাহাকেই বধ করিয়াছিল। খ্রীষ্টানদিগের কতক অংশ সারভিয়াতে প্রেরণ করা হয়, আর কতক অংশকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মান হয়। দুই জন খ্রীষ্টান অন্য রূপ বলেন। তাহারা বলেন যে মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে শত্রুতা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। উভয় জাতি এক সময়ে ক্ষেপিয়া উঠিয়া পরস্পরের উপর অত্যাচার করে। ও দিকে সারভিয়ানরা দল বদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগকে বধ এবং তাহাদের গৃহ দাহ আরম্ভ করিল, এ দিকে মুসলমানেরা খৃষ্টানদিগকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিল।

—কোচিনের রাজা এবং ট্যান্‌জোরের রাজ্ঞী গমনাগমনের অতিরিক্ত খরচ লাগিবে বলিয়া আগামী দিল্লী দরবারে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

—কোহাট প্রদেশের আফ্রাডিস জাতি কাবুলের আমিরের নিকট বলিয়াছে যে ইংরেজেরা তাহাদের উপর ভারি অত্যাচার করিয়াছে। আমির তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন।

—মির্জা সায়া নামক এক জন পারসিয়ান ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি ক্রমাগত ১৮ বৎসর ভ্রমণ করিতেছেন। পৃথিবীর এমন স্থান নাই, যেখানে তিনি না গিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান২ স্থান দর্শন করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে যাইবেন এবং তথায় আপন ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাপাইবেন। তিনি ১৮টী ভাষা শিখিয়াছেন।

—বিলাত হইতে তুর্কি সার্বিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে এত ভিন্ন২ প্রকারের সম্বাদ আসিতেছে যে আমরা বুঝিতে পারি না যে ইহার কোনটা সত্য। এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে সার্বিয়াতে অন্যূন ১৫ হাজার রুশ সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে এবং দিন দিন ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে আবার অপর এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে সার্বিয়াদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত রুশিয়াতে যে উন্মত্ততা উপস্থিত হইয়াছে তাহা ক্রমে খর্ব্ব হইতেছে, এমনকি যে সমুদয় রুশ সৈনিকেরা সার্বিয়াতে যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিয়াছিল তাহারা দেশে প্রত্যাগমন করিতেছে। সার্বিয়রা এরূপ কাপুরুষ ও যুদ্ধে অপটু যে তাহাদিগকে দেখিয়া রুশ কর্ম্মচারিদিগের ঘৃণা উদয় হইয়াছে এবং তাহারা ইহাতে বিরক্ত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতেছে।

—সুরা দেবীর কি বিচিত্র লীলা! বিলাতে এক জন রেলওয়ে প্রহরী মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়ে। উন্মত্ত হইয়া তাহার কাগজ খাইবার ঝোঁক হয়। এক খানি সম্বাদ পত্রের সমুদয় সে আহার করে। আহার করিয়া তাহার শ্বাস রোধ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়।

—আমেরিকাতে এক-জন অধ্যাপক সুরাপানের বিপক্ষে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মোহিত হয়। অনেক মাতালের চৈতন্য হয় এবং অনেকে মদ পরিত্যাগ করিবে এই রূপ দৃঢ় সংকল্প করে। অধ্যাপককে লোকে সাধু২ বলিয়া প্রশংসা করে। রাত্রে এই বক্তৃতা হয়। পর দিন প্রাতে সকলে শুনে যে বক্তা রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এত মদ্য পান করেন যে মদ পান করিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পৃথিবীতে যাহারা গুরুর পদ গ্রহণ করেন তাহারা যে রূপ উৎসাহ প্রদান করেন নিজ কার্য্যের দ্বারা যদি সেটী সপ্রমাণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে পৃথিবীর এখন যে রূপ দুর্দ্দশা ইহার অনেক সমতা হইত।

—১লা জানুয়ারি হইতে ২২ সে সেপ্‌টেম্বর পর্য্যন্ত সাউথ্যামটন হইতে ভারতবর্ষে ৪৭৫৯৮৩৫০ টাকার রৌপ্যের আমদানি হইয়াছে।

—মদ্য পান ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে ভারি পড়িয়াছে। গত তিন মাসে ছয় জন ইংরেজ সৈন্য কর্ম্মচারি অতিরিক্ত মদ্যপান করা অপরাধে কোর্ট মার্সেল বিচারে আনীত হয়েন।

—ভারতবর্ষস্থ ইংরেজেরা একটী সভা করিতেছেন। প্রায় চারি শত জন ইংরেজ সভার সভ্য হইয়াছেন।

—ফ্রাজ নামক এক জন সুবিখ্যাত ইংরেজ ডাক্তার বাত রোগের একটি মহৎ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। বাত রোগে তাহার দক্ষিণ হস্ত এক রূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তিনি বাত রোগের যত প্রকার ঔষধ আছে' সেবন করেন কিছুতেও আরোগ্য লাভ করেন না। হঠাৎ এক দিন ভাবিলেন যে কস্‌টিক আমনিয়া খাইলে তাহার পীড়া আরাম হইতে পারে। মনে এই রূপ চিন্তা করিবা মাত্র তিনি এক ফোটা আমনিয়া খাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উপশম বোধ করিলেন। তিনি যে দক্ষিণ হস্ত মোটে নাড়িতে পারিতেন না, ঔষধ সেবন করিবা মাত্র তিনি অবলীলা ক্রমে হস্ত নাড়িতে লাগিলেন। তাহার নিজের পীড়া আরোগ্য হইলে, যত লোককে বাত রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন সকলি আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

—জন ষ্ট্রাচি সাহেব যত দিন অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জর্জ কুপর সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন ভারতবর্ষ গবর্ণমেণ্ট এই রূপ আদেশ করেন। ষ্টেট সেক্রেটরি উক্ত আদেশ বাহাল রাখিয়াছেন।

—শুনা যাইতেছে কাবুলের আমির ইংরাজদের পরিত্যাগ করিয়া রুসিয়ানদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন। কাবুলের লোকেরা বলে যে রুসিয়ানরা আমিরকে রাজা করিয়াছেন এবং তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাহাদের সহিত অবশ্যই মিত্রতা রাখিবেন। আমির প্রকাশ্য দরবারে বলিয়া থাকেন যে তিনি সত্বরই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। কেহ২ বলেন যে তিনি প্রকৃত কোন বিধর্ম্মীদিগকে আক্রমণ করিবেন না। তিনি সুয়াট এবং বাজার প্রদেশ দ্বয়ের মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবেন।

—শুনা যাইতেছে চীনেদের সহিত ইংরেজদের গোলমাল মিটিয়া গেল। ইংরেজেরা যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, চীনেরা সমুদয় প্রস্তাবেই সম্মতি দিয়াছে। ইংরেজেরা চীন দেশের ৬টি বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং চীনেরা মৃত মারগারি সাহেবের পরিবারকে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ অর্থ দিবে।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্দুমতি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কলিকাতার অভিনেতৃগণের বিশেষ আহ্লাদের বিষয়। নাটক খানি সম্পূর্ণ অভিনয়োপযোগী। ইহা পাঠ কালীন মধ্যে মধ্যে আমাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অভিনয়ের সময় ইহা দর্শক বৃন্দকে এক কালীন বিমোহিত করিবে। এইক্ষণ বীর রসের বিশেষ আদর এবং বীর রস এই নাটকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সুরুচি বিরুদ্ধ কিছুই ইহাতে নাই, যদিও ইহাতে কোন প্রকার অসাধারণ গুণপনা লক্ষিত হয় না, ইহা যে এক খানি সুন্দর দৃশ্য কাব্য এ বিষয় সন্দেহ নাই। বীর রস যেমন ইহাতে উত্তম রূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার রচনাটীও সেই রূপ পরিপাটীও নির্দ্দোষ। দোষের মধ্যে এই, দুই একটী গর্ভাঙ্ক নীরস হইয়াছে এবং গ্রন্থকার বীর রসে যে প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, হাস্য বা অন্য কোন রস সম্বন্ধে তাদৃশ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই।

প্রেরিত।

পুলিশ অত্যাচার।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত রাতাবাড়ীতে এক আউটপোষ্ট ও এক পোষ্ট আফিস আছে। আমি চিঠি রেজেষ্টারী করণার্থ কয়েক জন বয়স্য সমভিব্যবহারে ঐ পোষ্টাফিসে গিয়াছিলাম। কার্য্য সম্পন্ন হইল না। আসিতে বেড়িয়া২ প্রাগুক্ত রাতাবাড়ি আউট পোষ্টে উঠিলাম। দেখি এক ঘরে হেড কনেষ্টবল বাবু, কনেষ্টবলও স্থানীয় লোক প্রভৃতি সমবেত হইয়া, হাসিখুসি করিতেছে! এমন সময়ে এই ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলাম। নানা কথা মাতামাতি হইতে লাগিল।

খানিক পর এক ভীষণ শব্দ সকলের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। এ চিৎকার কি! বলিয়া সকলেই চমৎকৃত ও অবাক। কোথায় কে শব্দ করিল, তন্নির্ব্বাচনার্থে সকলেই চেষ্টুক। ক্ষণেক পরে কেহ২ কহিতে লাগিলেন, এ শব্দ কোন বিপন্না কামিনীর কণ্ঠ বিনির্গত ধ্বনি। রমণী চীৎকার জানিয়া অনেকে পূর্ব্বাপেক্ষা চেষ্টায় প্রগাঢ় মনঃসংযোগ করিলেন। হঠাৎ কেঃ বঃ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ এক জন পুরুষ একটী স্ত্রীকে নিতেছে। এই স্ত্রীই এই পুরুষের প্রপীড়নে ব্যথিতা হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়াছে। নিশ্চয়ই নির্দ্ধারণ করি-

লাম। কোথায় (কনেষ্টবেলদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) দৌড় শ্যালাকো পাকড় ল্যাও।"

এ স্থানে হেঃ কঃ বাবুই সর্ব্বেশ্বর। তাঁহার কথা অব্যর্থ রামের বাণ। মুহূর্ত্ত মধ্যেই কনেষ্টবেলগণ লক্ষিত ব্যক্তির হস্তে, কর্ণে, কেশে ধরিয়া উপস্থিত করিল। হেঃ কঃ বাবু বাম হাত আনিত ব্যক্তির কাণ ধরিলেন, এক চপেট দিলেন। তার পর কহিলেন আমরা কি পাঁচা পুলিশ? তুই আউট পোষ্টের কাছে এক জনা স্ত্রীকে মেরে নিতেছিস। জানিস না এখানে পুলিশ কর্ম্মচারী আছে। আনিত ব্যক্তি সকাতরে কহিতে লাগিল কর্ত্তা! সে আমার বউ। চরিত্র বড় মন্দ, আমার বাড়ি যায় না, থাকে না। আমি শ্বশুর শ্বাশুড়িকে রাজী করিয়া নিয়া যাব। দোহাই ধর্ম্মের মারি নাই মিছা চেঁচাইছে। এখানে আটপট আছে আমি জানি না। মুই চণ্ডাল জাতি আইন কানুন জানি না। ঠকুর কছুরি হইল মাপ কর। সে অবশ্য মারিয়াছিস বলিয়া হেঃ কঃ বাবুর সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে প্রকম্পিত ও পরিহিত বস্ত্র ক্রমশঃ স্খলিত হইতে লাগিল। চক্ষু দুটী রাঙ্গা ২ হইল। বিশেষ কি বলিব রাগ স্বরূপ ধরিয়া ঐ বাবুর শরীরে প্রবিষ্ট হইল। পায়ের কাষ্ট পাদুকা উভয় হাতে নিয়া আনিত ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে সে প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, কত অনুনয়, কত ধর্ম্মের দোহাই দিল। কিছুতেই পাষাণ হৃদয় নৃশংস হেড কনেষ্টবলের মার থামিল না। পরিশেষে সে অচেতন হইয়া, কম্পিত মূল পাদবৎ ভূতলে পড়িল। পতির ঈদৃশ দুর্গতি দর্শনে স্ত্রী ম্লান মুখে আসিয়া স্বামী সমীপস্থা হইল।

হেঃ কঃ বাবু স্ত্রীলোকটিকে কহিলেন, তুই আমার কাছে এজাহার কর, অত্র স্থানস্থ সকলকে সাক্ষী মান। সকলেই দেখিয়াছে, তোর স্বামী যে তোকে মেরেছে। কে সাক্ষী না দিবে? আর আমি যা জানি কর্‌ব। স্ত্রীলোকটি বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিল না। অমনি মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। হেঃ কঃ বাবু তা, দেড়তা কাগজ লিখিয়া আপন পকেটে রাখিলেন। কনেষ্টবলদিগকে কহিলেন, ঐ স্ত্রীর স্বামীকে চালন করিলাম, কয়েদ করিয়া রাখ। ঐ স্ত্রী এখানেই থাকুক। হেঃ কঃ বাবু দয়ালু মনুষ্য। একটুকু অনুগ্রহ করিয়া এখানে অর্থাৎ সাধারণের অদূরবর্ত্তী ঘরে রাখিলেন। কি রূপ অনুগ্রহ করিলেন, বোধ করি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কি সর্ব্বনাশ! উঃ কি সর্ব্বনাশ! (যরক্ষকঃ স ভক্ষকঃ)!

নলহাটী পাহাড় ভ্রমণ।

রেলওয়ে শকটে মুর্শিদাবাদে যাইতে স্তূপাকার রাশি রাশি মেঘ মালার ন্যায় পর্ব্বত শ্রেণী দৃষ্টি পথে পতিত হইল, মনে বহু দিনের সাধ ছিল যে পর্ব্বত ভ্রমণ করিব তাহাতে নলহাটী ষ্টেশনে নামিয়া মনের সঞ্চিত আশা কথঞ্চিত নিবৃত্তি করিলাম।

নলহাটী ষ্টেশনের ১ মাইল দূরে নলহাটী পাহাড়, অদূরে বহুকালীয় ইষ্টক নির্ম্মিত দেব-মন্দির, প্রথমতঃ দেব-মন্দীরের দ্বার অতিক্রম করিয়া দেখিলাম এক জন বাঙ্গালী ভদ্র লোক দেবারাধনায় নিমগ্ন আছেন, তাহার অভিষ্ট পুরণ হইলে কোন প্রতিমুর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে জানিলাম ললটেশ্বরী পার্ব্বতীয় মন্দির। দেবীর বাটী পর্ব্বতে সংলগ্ন, বেদীটী পর্ব্বতের উপর, এই স্থান হইতে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত উপাশকদিগের দর্শন করিবার জন্য সোপান শ্রেণী নির্ম্মিত রহিয়াছে। ভদ্র লোকটী সহ ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম, পথে এক স্থানে দেখিলাম অতি নির্ম্মল শিলাপুঞ্জ, শিন্দুর ও পুষ্পে শোভিত হইয়া দর্শকদিগকে দেখাইবার জন্য রহিয়াছে, তথায় গিয়া দেখিলাম একটী লোক আদ্র মৃত্তিকায় হেলান দিয়া বসিলে তাহার পদ চিহ্ন ইত্যাদি যেরূপ অঙ্কিত হয় তাহাই শিলা পৃষ্ঠে রহিয়াছে। ভদ্র লোকটী সীতাদেবীর পদচিহ্ন বলিয়া পরিচয় দিলেন, এবং তথায় বসিয়া নলহাটী পাহাড় ইত্যাদি সম্বন্ধীয় পরিচয় দিতে লাগিলেন, প্রথমতঃ পার্ব্বতী দেবীর ললাটে পড়িয়া এই পিটস্থান হইয়াছে। এবং ৫২ পিটের এই একটি পিট। সেই নামানুসারে "নলহাটী" হইয়াছে, ক্রমে শিখর দেশে উঠিয়া একটী স্থানে দেখিলাম, দেখিয়া বোধ হইল যে এখানে কোন কালে প্রকাণ্ড কোন রাজ বাটি ছিল। ভদ্র লোকটী "নল" রাজার বাটী ছিল এবং ঐ নামানুসারে কেহ কেহ নলহাটী বলিয়া থাকে বলিলেন তৎপরে একটী স্থান হইতে দুইটী ধারায় হুহু শব্দে ঝরনার জল নির্গত হইয়া সমতল ভূমিতে পতিত হইতেছে। তাহার নিকট এক খণ্ড শিলার উপরে বসিয়া দেখিলাম সম্মুখে রাশি২ সাঁওতালী পত শ্রেণী চারি দিকে বেষ্টিত আছে।

তারিখ ৩রা কার্ত্তিক ১২৮৩। } শ্রীমুকুন্দলাল সরকার
নলহাটী

দার্জিলিং।

সম্বাদ পত্রে দৃষ্টি হইল যে বাঙ্গলা দেশের শাসন কর্ত্তা মহোদয় জঙ্গল বিভাগের গত বাৎসরিক রিপোর্টে তাহার আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় বিবরণে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কারণ গবর্ণমেণ্টের সন্তোষের প্রধান কারণই আয় বৃদ্ধি। কিন্তু অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা কি রূপে আয় বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দেখিয়াও দেখেন না, বরং যাঁহাদিগের মাসিক হিসাব মধ্যে আয় কম হয় তাঁহারা বিশেষ রূপে তিরস্কৃত হন। সুতরাং তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ আয় বৃদ্ধি করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

মুসলমান রাজাদিগের রাজ্যকালে ভারতবর্ষে অনেক অত্যাচার হইত ইতিহাস ইহার এরূপ শত সহস্র প্রমাণ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সন্ন্যাসী, পথিক ও কুলী মজুর প্রভৃতি জঙ্গল হইতে কাষ্ট আহরণ করিয়া নিজ২ আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া কারাগারে অর্পিত কিম্বা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ অতি বিরল। এখন আমাদিগের রাজার রাজ কর্ম্মচারী সকলেই প্রায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং ইহাঁদিগের দয়া দাক্ষীন্য ভুবন বিখ্যাত হইয়াছে। এরূপ রাজ্য মধ্যে নিম্ন লিখিত ঘটনাটি পাঠ করিয়া কাহার মনে না দয়ার উদ্রেক হয় এবং রাজ শাসন প্রণালী দুষিত বলিয়া বোধ না হয়।

দারজিলিং স্থানটি অতি মাহার্থ, ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এখানে এই জঙ্গল বিভাগস্থ কঠিন নিয়মাবলী প্রচার দ্বারা লোকের গো মেষাদি প্রতিপালন করা ভার হইয়াছে এবং কাষ্টাভাবে দরিদ্র ব্যক্তির বিশেষ কষ্ট। গত ৩০এ সেপ্টেম্বর দিবসে জনৈক কুলীর স্ত্রী বিনা টিকিটে জঙ্গল মধ্যে কাষ্টাহরণে গমন করে, তথায় উক্ত বিভাগস্থ জনৈক চাপরাসী টিকিট দেখিতে ইচ্ছা করায় উক্ত স্ত্রীলোকটি টিকিট দেখাইতে পারে না, সেই হেতু উক্ত চাপরাসী স্ত্রী লোকটীকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করে, পুলিশ নিয়ম মত সদর থানায় চালান দেয়। সে সময় পূজার বন্ধে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি বন্দ থাকে সুতরাং ঐ দরিদ্র স্ত্রীলোকটীকে অদ্য পর্য্যন্ত হাজতে থাকিতে আজ্ঞা হইয়াছিল। মহাশয়! হাজতে যে কিরূপে ঐ অনাথা স্ত্রীলোকটীকে থাকিতে হইত তাহা বোধ হয় বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু জনৈক ভদ্র লোক স্ত্রীলোকটীর কাতরতা দেখিয়া আপনি তাহার জামিন হইয়া তাহাকে খালাস করিয়া আনে। অদ্য সেই মোকর্দ্দমার বিচার হইয়া তাহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি এই জারজিলিংএ মাসে ৭৮ টাকা উপার্জ্জন করিয়া স্বীয় পরিবার বর্গ প্রতিপালন করে সে কিরূপে মাসে ৩ টাকা শুল্ক কাষ্ঠাহরনার্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে? দয়াবান গবর্ণমেণ্ট কি এই দরিদ্র প্রজাপালনে দয়াও পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন!!

জারজিলিং
৪ঠা অক্টবর ১৮৭৬ } জনৈক পর দুঃখে দুঃখী

তিনটী রাস্তা।

আমাদের দেশে তিনটী রাস্তা থাকাতে আমাদের গমনাগমনের অনেক সুবিধা ছিল কিন্তু যাহাদের চারি দিকে কষ্ট তাহাদের এক দিকে সুখ থাকা নিতান্ত অসম্ভব, ক্রমে তিনটীই অতিশয় জঘন্য হইয়াছে, প্রথমটী বারাসাত হইতে কৃষ্ণনগরের দিকে গিয়াছে এটীর যে কত কাল মেরামত হয় নাই তাহা বলিতে পারি না, উহার অনেক স্থান বর্ষায় বাটিয়া পুষ্করিনীর ন্যায় হইয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই এই কালে অতিরিক্ত কর্দ্দম জন্মিয়া অগম্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়টী মাজিপাড়া নিবাসী মৃত মহাত্মা কৈলাস চন্দ্র দাস প্রস্তুত করেন, এটি জাগুলী হইতে নৈহাটি পর্য্যন্ত গিয়াছে। তিনি উহার ব্যয় সংকুলান ও স্থায়িত্বর জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন। ইহাতে যে সকল গাড়ী পাল্‌কী গরু এবং ভারী গমনাগমন করে তাহার ট্যাক্স দ্বারা বিলক্ষণ আয় ব্যয় হয় অথচ তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। বর্ষা কালে ভয়ানক কাদা, জল প্লাবনে স্থানে২ রাস্তা ডুবিয়া সেতু ভাঙ্গিয়া, অগম্য হইয়া দাঁড়ায় যদিও সময়ে২ দুই এক ঝুড়ি মাটী পড়ে কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি এই রাস্তাটী পাকা করেন, তবে এ প্রদেশের লোকের সুবিধা হয়, গাড়ী পাল্‌কী ইত্যাদি সহজে গমনাগমন করিতে পারে এবং তদ্বারা উহার আয় আরও বৃদ্ধি হয়, অথচ ঐ রাস্তায় যে ট্যাক্স আদায় হয় তাহার আয়ে অনায়াসে পাকা করা যাইতে পারে। তৃতীয়টী কাচড়াপাড়া হইতে জাগুলী, এটী যখন ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে খোলে তখন প্রস্তুত করা হইয়া ছিল সেই পর্য্যন্ত একবারও ইহার সংস্কার হয় নাই। বর্ষা দ্বারা ইহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে পাকা হইলেও উহাতে কর্দ্দম হয়, গাড়ী ঘোড়া গমনাগমন করা কি, মনুষ্যেরও বর্ষা কালে ভয়ানক কষ্ট হয়, এই রাস্তাটী এ প্রদেশের লোকের রেলওয়ে ষ্টেসনে যাইবার পথ, এটী নষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের কত দূর কষ্ট হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। আমাদের লেপটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এক্ষণে সকল বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন। অতএব তিনি যদি এই রাস্তা তিনটীর অবস্থা পরীক্ষা করাইয়া উহার সংস্কার এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তবে এ প্রদেশের লোকের পরমোপকার হয়।

সম্পাদক মহাশয়!

কতক গুলি যুবকের উদ্যোগে শান্তিপুরে একটী সাধারণ পাঠশালায় (রিডিংরুম) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১৭ আশ্বীন সোমবার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দিন দয়াল প্রামানিক মহাশয়ের বাটীতে তৎসম্বন্ধে একটী সাধারণ সভা আহুত হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় তাহার অধিবেশন হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন প্রামানিক মহাশয়ের অনুরোধ এবং সমাগত ভদ্র লোকদিগের অনুমোদনানুসারে বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল মৈত্র মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু যশোদা নন্দন প্রামানিক এম, এ, বি এল, সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বিষয়ক একটি অনতি দীর্ঘ রচনা পাঠ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। কার্য্যারম্ভের প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে যাঁহাদের উদ্যোগে সাধারণ পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহারা ব্যতীত আরও কয়েক জন বিশিষ্ট লোক মেম্বর নিযুক্ত হন। অতঃপর সম্পাদক মহাশয়ের প্রদর্শিত আয় ব্যয়ের হিসাব সভ্যগণের অনুমোদিত ও সভার কার্য্য শেষ হইলে আহুত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহাদের নিকট চাঁদার জন্য গমন করা হয় নাই সভাপতি মহাশয়ের আদেশানুসারে তাঁহাদের হস্তে চাঁদার পুস্তক প্রদত্ত হয়। তাঁহারা যথা সাধ্য স্বাক্ষর করিতে আরম্ভ করেন। স্বাক্ষরান্তে যে সমস্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা সাধারণ পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হয়।

শান্তিপুর } বশম্বদ
২৪ আশ্বিন, ১২৮৩। } শ্রীকৃষ্ণকান্ত সরকার।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সমুদয় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে যে ৭০ লক্ষ ঘর সরাবক জৈনি ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী সম্প্রদায় আছে তাহার প্রতি ঘর হইতে মহারাজজৈনি ভাণ্ডার অন্যূন ২ টাকা করিয়া দান সংগ্রহ করিবেন। তবে যাহারা ইচ্ছা করিয়া বেশী দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সংগৃহীত অর্থ আনুমানিক আড়াই কোটী টাকা হইবে এবং উহার বার্ষিক সুদ পনোর লক্ষ টাকা হইবে। উক্ত টাকার সুদ হইতে নিম্ন লিখিত চারিটী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে এবং বোর্ডের ডাইরেকটরগণের অভিমতি ও বিবেচনা মত যে সকল স্থান উপযুক্ত হইবে সেই সকল স্থানে উক্ত অনুষ্ঠান সকল স্থাপিত হইবে।

১ম—মহারাজজৈনি বিদ্যালয় সমূহ। দ্বিতীয়—মন্দির সকল জীর্ণ সংস্কার ইত্যাদি। যে যে স্থানে মন্দির নাই সেখানে নুতন মন্দির গঠন, বার্ষিক রথ যাত্রা। সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে সরাবক ধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন সেই সেই স্থানে বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া যাত্রা হইবে।

৩য়—মহারাজজৈনি চিকিৎসালয় সকলে ঔষধ সকল এইরূপ সুন্দর মতে প্রস্তুত করা যাইবে যে কোন হিন্দু তাহা সেবন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। ৪র্থ—দান, যথা অন্ধ, আতুর, নিরাশ্রয় বিধবা প্রভৃতিকে অর্থ দান।

উপরোক্ত ভাণ্ডারের ডাইরেক্‌টরগনের সকলি ভদ্র লোক। ইহারা মুকসুদাবাদ, দিল্লী, সাহরণপুর, ফরকুকানগর, গোয়ালিয়র, জয়পূর, আমেদাবাদ, আজমীর, বোম্বাই, ইন্দোর, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানে বাস করেন

লালা দয়ারাম দাস
সরাবক চৌধুরী।

ফাষ্ট জেনারেল ম্যানেজীং ডাইরেক্‌টর এবং সেক্রেটারি, মহারাজ জৈনি ভাণ্ডার।

মুকসুদাবাদ, দিল্লী ইত্যাদি।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্যহয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

স্মরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সুলভ! সুলভ! অতি সুলভ!

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা বিলাত হইতে বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, বারুদ প্রভৃতি শিকারের সকল রকম সরঞ্জম আনাইয়া অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছি, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতায় ৩২নং লাল দীঘির দক্ষিণ, ডিঃ এনঃ বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবে

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর।

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান।

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.. /০
মঙ্গলবার.. ।০
বুধবার............কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।
বৃহস্পতিবার.. ।০
শুক্রবার.. ।০
শনিবার.. ।০
রবিবার.. ॥০

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফিঃ, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোর্ট অর্থাৎ বিলাসতরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১়।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ স্বপরিবারে গাড়ি নিয়া ফিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

নীল নীল নীল!

আমাদিগের হাটে নীল বটিকা বিক্রয় হয় যাঁহারা অপরাপর স্থানে বিক্রয় করেন তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা একবার আমাদিগের হস্তে অর্দ্ধেক ও অপরের হস্তে অর্দ্ধেক মাল দিয়া বিক্রয়ের তারতম্য বুঝিবেন। আর আমরা উচ্চ দরে বেচিতে পারিলে পরে যেন আর অপরকে দেন না। হাট খরচা টাকা শত করা এক টাকা ও বাকস এক টাকা।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত এণ্ড কোং
২৭ নং পলকষ্ট্রীট কলিকাতা। (৬)

খোসকবলায় বিক্রয়।

জেলা নদিয়ার সব ডিবিসন মেহেরপুরের অন্তর্গত সিবিলগঞ্জ নামক সম্পত্তি খোসকবলায় বিক্রয় হইবে। এই সম্পত্তি পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনের ২২ বাইশ মাইল পশ্চিমে স্থিত।

এই সম্পত্তির সালীয়ানা লাভ ১৮০০০ আঠার হাজার টাকা এবং উহাতে মালিকের ষোল আনা স্বত্ব আছে। মুল্যবান পত্তনি, মৌরশী ও ইজারা স্বত্ব আছে। ঐ সম্পত্তির অন্তর্গত এক গঞ্জ অর্থাৎ দেশ জানিত বাজার আছে বং একটী নুতন বড় পাকা দোতালা বশত বাটী আছে। ইহার সম্বন্ধীয় বহুতর বাহিরের ঘর ও বাগান আছে। সম্পত্তির অন্তর্গত গ্রাম গুলি একটী চাকলা অর্থাৎ চকের মধ্যে স্থিত। উপরোক্ত বসত বাটীর চতুর্দ্দিক এরূপ ভাবে স্থিত যে সম্পত্তির কোন অংশ বসত বাটীর ৪ ক্রোশ অর্থাৎ ৮ মাইলের অধিক দূরে নহে। সম্পত্তিটি সরিকি বিষয় নহে, বিক্রেতা তাহার এক মাত্র মালিক এবং তাহাতে তাহার উপরোক্ত প্রকারের ষোল আনা স্বত্ব আছে। বিক্রেতা বিলাত গমন করিবেন বিধায় সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। গ্রহণেচ্ছুক মহোদয়গণ স্বয়ং অথবা আপন আপন কারপরদাজ পাঠাইয়া ৺পূজার ছুটীর পরই উক্ত সম্পত্তি ও তৎ সম্বন্ধীয় দলিল দস্তাবেজ ও অন্যান্য কাগজ পত্র দৃষ্টি করিতে পারেন।

যাঁহারা দৃষ্টি করিতে আগমন করিবেন তাঁহারা সিবিলগঞ্জের বাজারে উত্তম বাসা ঘর ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারেন। সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপরাপর বিশেষ বিবরণ নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট লিখিলে জানিতে পারেন।

মেঃ সিবল্‌ড্‌ সাহেব মালিক মোকাম সিবিলগঞ্জ ডাক ঘর মেহেরপুর অথবা বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ঠিকানা।

আলায়ান্স স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড।

সিলক্‌ অর্থাৎ রেসম বিভাগ।

এত দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, অর্ডার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার রেসমের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। বিবিধ প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট মজুত আছে। সেলাই করিবার রেসমের সূতা আছে। উক্ত কোম্পানির প্রধান আফিশ ৭ নং চার্চ্চ গেট বোম্বাই। তাহাদের কলিকাতার এজেণ্ট মেসার্স এন নেমুয়ানজি এণ্ড কোং, ৪৪ নং ইজারা ষ্ট্রিট। অন্যান্য বিষয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের নিকট বোম্বাইয়ে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

তাপিদাস ব্রজদাস এণ্ড কোং।
সেক্রেটারি ও ট্রেজারার।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজর আনন্দ চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।